CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

CMYK

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 17 October 2021 ■ আগরতলা ১৭ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ৩১ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

## আগামীর প্রতীক্ষায় বিদায়

বিজয়া দশমীতে মায়ের প্রতীমা বিসর্জন। আগরতলায় দশমীঘাটে তোলা নিজস্ব ছবি।

# ত্রিপুরা ভাগের ষড়যন্ত্র, এক মঞ্চে আইপিএফটি-তিপ্রা মথা

## গঠিত হবে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি, সিদ্ধান্ত দুই দলের বৈঠকে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** এবার বৃহৎ পরিসরে ত্রিপুরা ভাগের ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আইপিএফটি-র তিপ্রাল্যান্ডের দাবির সাথে তিপ্রা মথার গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি জুড়েছে। আজ কার্যত আইপিএফটির মেবার কুমার জমাতিয়া তিপ্রা মথার প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মনের সাথে রাজ্য ভাগের দাবিতে হাত মিলিয়েছেন। প্রদ্যুত আজ আইপিএফটি-কে বোঝাতে সক্ষম হয়েছেন, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড এবং তিপ্রাল্যান্ডের দাবির মধ্যে কোনও ফারাক নেই। তাই দিল্লিতে এক সুরে ত্রিপুরা ভাগের আওয়াজ উঠুক, ঐকমত্যে পৌঁছেছেন তাঁরা সকলেই। প্রদ্যুতের কথায়, তিপ্রা মথা কিংবা আইপিএফটির ব্যানারে নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে ত্রিপুরা ভাগের দাবি উঠুক তিপ্রাসার পক্ষ থেকে। তাই মেবার কুমার জমাতিয়া নিশ্চিত করেছেন, আগামী ২-৩ দিনের মধ্যেই জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি গঠিত হবে। সম্মিলিতভাবে দিল্লিতে ত্রিপুরা ভাগের দাবি জানানো হবে।

ত্রিপুরা ভাগের আন্দোলন আরও জোরদার করার প্রশ্নে আইপিএফটির সাধারণ সম্পাদক সমমনোভাবাপন্নদের সাথে বৈঠকের ডাক দেন। ওই বৈঠকে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিদার তিপ্রা মথার সুপ্রিমো প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন এবং দলের সভাপতি বিজয় রাঙ্খলকেও আমন্ত্রণ জানান তিনি। আজ ওই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আটটি রাজনৈতিক দল এবং সমাজের বিভিন্ন বর্গের প্রতিনিধি অংশ নেন। বৈঠকে ত্রিপুরা ভাগের বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মন ও মেবার কুমার জমাতিয়া।

আইপিএফটি ও তিপ্রা মথার নেতৃত্বরা বৈঠক করেছেন আগরতলায়।

প্রদ্যুতের বক্তব্য, গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি নিয়ে আইপিএফটি নেতাদের মনে কিছু সংশয় ছিল। অনেক ভুল বোঝাবুঝি ছিল, আজ সবই মিটিয়ে ফেলা হয়েছে। তাঁদের বোঝানো হয়েছে, তিপ্রাল্যান্ড এবং গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবির মধ্যে বিশেষ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সিদ্ধিআশ্রমে ধৃত সাত বাংলাদেশি নাগরিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশি শ্রমিকরা ছড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের দিয়ে বিভিন্ন কাজ করানোর প্রবণতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। সে মোতাবেক সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন সিদ্ধি আশ্রম সন্তনগর এলাকায় সুকেশ সরকারের বাড়ি থেকে সাত জন বাংলাদেশিকে আটক করেছে আমতলি থানার পুলিশ।

আজ শনিবার সকালে আগরতলার আমতলি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে, সিদ্ধিআশ্রম সন্তনগর এলাকায় সুকেশ সরকারের বহুতলে সাতজন বাংলাদেশি শ্রমিক কাজ করছেন। খবর পেয়ে পুলিশ সুকেশ সরকারের বাড়িতে গিয়ে সাত বাংলাদেশিকে আটক করে আমতলি থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ ধৃত সাতজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু তারা কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেনি। ধৃত সাত বাংলাদেশি নাগরিকরা যথাক্রমে শফিকুল ইসলাম (৩৮), মহম্মদ মামুন হোসেন (৩৪), মহম্মদ আব্দুল মুনাফ আলি (৪০), আব্দুল রাজ্জাক (৩২), মহম্মদ হান্নান (৩১), ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## তিনিই পূর্ণ সময়ের সভানেত্রী, কার্যকরী সমিতির বৈঠকে জানালেন সোনিয়া

**নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.):** কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে সোনিয়া গান্ধী জানিয়ে দিলেন, তিনিই কংগ্রেসের পূর্ণ সময়ের সভানেত্রী। শনিবার গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী সমিতির বৈঠকে আগামী সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিজের প্রারম্ভিক ভাষণে সোনিয়া জানিয়ে দেন, 'যদি আমাকে বলার অনুমতি দেওয়া হয়, আমি কংগ্রেসের পূর্ণ সময়ের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালনে রাজি।' এদিন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে মোট ৫২ জন কংগ্রেস নেতা অংশ নেন। মনমোহন সিং ও দ্বিগ্বিজয় সিং-সহ মোট ৫ জন কংগ্রেস নেতা অংশ নেননি।

শনিবার কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে "বিক্ষুব্ধ" কংগ্রেস নেতাদের উদ্দেশে সোনিয়া গান্ধী বলেন, "আপনারা যদি অনুমতি দেন, তা হলে আমি কংগ্রেসের পূর্ণ সময়ের সভানেত্রী হতে পারি। আমি বরাবরই খোলামেলা পরিবেশে বিশ্বাস রেখে এসেছি। তাই সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে আমার সঙ্গে কথা বলার কী প্রয়োজন?" কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে লখিমপুর খেরির ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন সোনিয়া গান্ধী। অর্থনীতি নিয়েও সোনিয়া যে কতটা চিন্তিত তাও বলেছেন।

কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বিক্ষুব্ধ ২৩ নেতাদের উদ্দেশে করা বার্তা দিলেন দলের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী। কার্যকরী সমিতির বৈঠকের প্রারম্ভিক ভাষণে সনিয়া বলেন, আমি বরাবর বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখতে চেয়েছি। কারোর নাম না করলেও সনিয়ার এই বক্তব্য বিক্ষুব্ধ নেতাদের উদ্দেশে বার্তা বলেই মনে করছে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সিধাইয়ের পৃথক জায়গায় দুই ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** মোহনপুর কলাগাছিয়া এলাকায় চা বাগানের মাটির গর্ত থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার শনিবার সকালে।মৃত ব্যক্তির নাম রবীন্দ্র দেববর্মা বয়স ৬৫ বছর,সে এই এলাকারই বাসিন্দা।

জানা যায় শুক্রবার সকালে রবীন্দ্র বাজার থেকে মাংস আনার কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে আর ফিরে আসেনি।শনিবার সকালে তার মৃতদেহ দেখতে পায় লোকজন।সিধাই থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়ার কাজ সেরে দেহ নিয়ে আসে মোহনপুর হাসপাতালের মর্গে।তবে কি করে হতে পারে এই মৃত্যু সে নিয়ে কোন সুস্পষ্ট বক্তব্য কিংবা কোন অভিযোগ এখনো অব্দি পাওয়া যায়নি মৃতার পরিবারের লোক এবং পুলিশের তরফে।

এদিকে, সিধাই থানাধীন ছেচুরিয়া সাহা পাড়ার গভীর জঙ্গল থেকে শনিবার সকালে আগুনে পোড়া এক অপরিচিত যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার।স্থানীয় লোকজন এদিন সকালে জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহে এসে দেহটি দেখতে পান।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সিধাই থানার পুলিশ টিম ও মোহনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ কমল বিকাশ মজুমদার।ফেরেনসিক টিম এবং ডগ স্কোয়ার্ড এনে তদন্ত প্রক্রিয়ার কাজ শুরু করা হলেও কোন ধরনের ক্লু খোঁজে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন সময়ের অপেক্ষা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধন এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৭ নভেম্বর নতুন টার্মিনাল ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের সূচী নির্ধারিত হয়েছে। বেসামরিক পরিবহন মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ওই ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে দিল্লি গেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তবে, উদ্বোধনের তারিখ পরিবর্তন হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে পূর্বের নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী ১৫ নভেম্বর উদ্বোধন হবে এমবিবি বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবনের। সূত্রের খবর, আগামী সোমবার চূড়ান্ত হবে নতুন টার্মিনাল ভবনের উদ্বোধনের দিনক্ষণ।

## স্ত্রীকে শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যার পর ফাঁসিতে ঝুলিয়ে পলাতক স্বামী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** আবারও গৃহবধূর হত্যার অভিযোগ উঠেছে কমলপুরে। গৃহবধূর নাম হেলিমা বিবি (২৮)। স্বামী আব্দুল আলী ওরফে এরশাদ। এই ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে কমলপুর থানার অন্তর্গত সৈয়দ চৌমুহনীতে। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

গৃহবধূর নাবালিকা দুই মেয়ে রয়েছে। কমলপুর থানার অন্তর্গত সৈয়দ চৌমুহনীতে হেলিমা বিবি নামে এক গৃহবধূকে শ্বাস রুদ্ধ করে মেরে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠেছে। ওই গৃহবধূর বাপের বাড়ী কমলপুরের হারের খোলা গ্রামে। গৃহবধূর পিতা উসমান মিয়া ও বড় ভাই আব্দুল মিয়া এই অভিযোগ করেন। জানা যায়, গত কয়েক বছর আগে হারের খোলা গ্রামের বাসিন্দা উসমান মিয়ার মেয়ে হেলিমা বিবির সাথে কমলপুরের সৈয়দ চৌমুহনীর বাসিন্দা ইনদান মিয়ার বড় ছেলে আব্দুল আলী ওরফে এরশাদের সাথে মুসলিম নিয়ম মেনে সামাজিক বিয়ে হয়। অভিযোগ, বিয়ের পর থেকে নেশা করে স্বামী সহ পরিবারের লোকজন হেলিমা বিবির উপর অমানুষিক নির্যাতন করতো।

এনিয়ে কয়েক বার সামাজিক বিচার করা হয়। কিন্তু, সামাজিক বিচারে স্বামীর দিক থেকে কোন পরিবর্তন হয়নি। সে প্রতিদিন মদমত্ত অবস্থায় হেলিমা বিবির উপর অকথ্য অত্যাচার করতো। অভিযোগ, শুক্রবার গভীর রাতে হেলিমা বিবিকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ঘরের মধ্যে ঝুলিয়ে দেয়। রাতে গৃহবধূর বাপের বাড়িতে খবর দেওয়া হয়। তাদের মৃতদেহ দেখে সন্দেহ হলে পুলিশকে জানান।পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। মৃত গৃহবধূর স্বামী আব্দুল আলী ওরফে এরশাদ পলাতক বলে জানা যায়। এই ঘটনায় সৈয়দ চৌমুহনী এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

## প্রণয়ের জেরে বাগবাসায় ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবক কদমতলায় বোনের বাড়িতে নাবালিকার আত্মহত্যা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ অক্টোবর।।** প্রেম জনিত কারনে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল এক যুবক। নিজ ঘরে ফাঁসী লেগে আত্মহত্যা এক যুবকের। মৃত যুবকের নাম লালন রবিদাস(২৩)। ঘটনা বাগবাসা আউট পোস্টের দক্ষিণ গঙ্গানগর এলাকায়। প্রেম জনিত কারনেই আত্মহত্যা বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।স্থনীয় আউট পোস্টের পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেয়।সাথে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার বাগবাসা আউট পোস্টের অধীন দক্ষিণ গঙ্গানগর এলাকার বাসিন্দা লালন রবিদাস পিতা মনিলাল রবিদাস পরিবারের সকলের অনুপস্থিতিতে নিজ ঘরে ফাঁসি লেগে আত্মহত্যা করে। পরিবারের লোকজন ঘরে ফিরে লালন রবিদাসের দেহ নিজ ঘরে রশিতে ঝুলানো অবস্থায় দেখতে পেয়ে চিৎকার দিলে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন।খবর দেওয়া হয় বাগবাসা আউট পোস্টে। কিন্তু ঘটনাস্থলে পুলিশ আসার আগেই পরিবার ও আশপাশের লোকজন লালনকে ফাঁসী থেকে নামিয়ে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।জেলা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক লালন রবিদাসকে পরিক্ষা নিরিক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে তদন্তে নেমেছে।সাথে লালন রবিদাসের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

বাগবাসা আউট পোস্টের ইনচার্জ রতন রবিদাস জানান, পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে প্রেম জনিত কারনেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে লালন রবিদাস। তবুও সানীয় থানার পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে। অপরদিকে একটি তরতাজা যুবক ফাঁসিতে আত্মহত্যা করাতে গোটা গঙ্গানগর এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

এদিকে, বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ইট বোঝাই লরি উল্টে নিহত ১ গুরুতর আহত ৩

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৬ অক্টোবর।।** কমলাসাগর কোনাবন যোগীরাম পাড়া ইটবোঝাই গাড়ি উল্টে নিহত হন ১ জন আহত হয়েছেন ৩ জন।ঘটনার বিবরণে জানা যায় শনিবার সকাল ৬ টা নাগাদ এলএনবি ইটভাটা থেকে টিআর০১ এএ - ১৭৪৭ একটি গাড়ি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বাংলাদেশে দূর্গা প্রতিমা ও মন্ডপে ভাংচুর, প্রতিবাদে কৈলাসহরে কালো ব্যাচ পরে দূর্গা প্রতিমা বিসর্জন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** বাংলাদেশে দূর্গা প্রতিমা ও মন্ডপে ভাংচুরের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে ত্রিপুরায় মা দূর্গার প্রতিমা বিসর্জন অতি সাধারনভাবে সারলেন কৈলাসহর পিডব্লিউডি রোড সার্বজনীন পূজা কমিটির সদস্যরা। বুকে কালো ব্যাচ লাগিয়ে এবং ঢাকের আওয়াজ ছাড়াই প্রতিমা নিরঞ্জন সম্পন্ন করেছেন তাঁরা। কমিটির সদস্য দেবব্রত দেবনাথ বাংলাদেশের ঘটনায় বিদেশ মন্ত্রকের হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। পূর্বের মতোই বাংলাদেশে শান্তি-সম্প্রীতি ফিরে আসুক, সেই আর্জি জানিয়েছেন তিনি।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশে একাধিক স্থানে দূর্গা প্রতিমা মন্ডপ ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে। শুধু তাই নয়, বহু হিন্দু হামলার শিকার হয়েছেন। উগ্র মৌলবাদীদের নির্মম আক্রমনে নোয়াখালিতে ইসকন মন্দিরে জনৈক সাধু খুন হয়েছেন, অপর একজন হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন। প্রতি বছর বাংলাদেশে হিন্দুরা ঘটা করে দুর্গোতব পালন করেছেন, কিন্তু এবছর সমস্ত আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়েছে।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে ওই নিন্দনীয় ঘটনায় মারাত্মক প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরাতেও। ঊনকোটি জেলায় কৈলাসহরে পিডব্লিওডি রোড সার্বজনীন পূজা কমিটি প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও দূর্গা পূজার আয়োজন করেছে। কিন্তু, বাংলাদেশে ওই ঘটনা উতবে আনন্দকে বিষাদময় করে তুলেছে। পূজা কমিটির প্রত্যেক সদস্য বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলা এবং দূর্গা প্রতিমা ও মন্ডপ ভাংচুরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

কমিটির সদস্য দেবব্রত দেবনাথ বলেন, এবারে মা দুর্গার বিসর্জন আরও বেশি বিষাদময় হয়েছে। কারণ, প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে হিন্দুরা অত্যাচারিত হয়েছেন। তিনি বলেন, আমরা সকলেই বাংলাদেশে দূর্গা প্রতিমা ভাংচুরের ঘটনায় অত্যন্ত মর্মাহত। তাই, বিদেশ মন্ত্রকের কাছে আমাদের আর্জি, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হোক। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ হোক।

তিনি বলেন, প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ওই ন্যাক্কারজনক ঘটনায় আমরা নিন্দা জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। তাই, আমরা কালো ব্যাচ পরে ঢাক-বাদ্যি না বাজিয়ে অতি সাধারনভাবে মা দুর্গার বিসর্জন করেছি। কারণ, পড়শী দেশে হিন্দুদের দুঃখ, দুর্দশায় আমাদের উতবের আনন্দ ফিকে করে দিয়েছে।

CMYK CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১২ ▫ ১৭ অক্টোবর ২০২১ ইং ▫ ৩০ আশ্বিন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

## আপোষহীন ভারত

চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা দিন দিন আরো চরম আকার ধারণ করিতে শুরু করিয়াছে।চীন বনাম ভারত সীমান্ত সংঘাত চরম সঙ্কটে পৌঁছিয়া গিয়াছে। সংকট মোকাবেলায় ভারত যেকোনো পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। চীন সম্পর্কে ভারতের সেনাপ্রধান এবং বায়ুসেনা প্রধানের আশঙ্কাই সত্য প্রমাণিত হইতেছে।। গত কয়েকদিনের ব্যবধানে সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নারাভানে এবং বায়ুসেনা প্রধান বিবেক রাম চৌধুরী পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে বলিয়াছিলেন, চীনের আগ্রাসী মনোভাবের গতিপ্রকৃতি থেকে সংঘাতের আশঙ্কাই প্রবল হইতেছে। সেনাপ্রধান বলিয়াছিলেন, পাকিস্তানের সঙ্গে নিরন্তর দীর্ঘকাল ধরিয়া নিয়ন্ত্রণরেখায় যে সংঘাত চলিতেছে, সেরকমই পরিস্থিতি হইতে পারে চীনের সঙ্গেও। শান্তি-বৈঠকের প্রাক্কালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দুই প্রধানের সুরে শঙ্কার মেঘ ছিল। আর সেটা যে নিতান্ত অসঙ্গত ছিল না সেটা প্রমাণ হইতেছে। শান্তি বৈঠকের পর চীন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়াছে, পূর্ব লাদাখের বিস্তীর্ণ এলাকার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা থেকে তাহারা সেনা সরাইবে না। ভারত বারবার স্থিতিশীল এবং স্বাভাবিক সীমান্ত পরিস্থিতি ফিরাইবার উপর জোর দিলেও চীনের সেনাবাহিনী বৈঠকের পর ভারতের ওই প্রস্তাবকে অবাস্তব আখ্যা দিয়া অনড় অবস্থানই বজায় রাখিবার বার্তা দিয়াছে। দুই দেশের সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল স্তরের বৈঠকের পর এই প্রথম কোনওরকম যৌথ বিবৃতি জারি করা হইল না। বস্তুত আরও বেশ কিছুক্ষণ বৈঠক হওয়ার কথা ছিল নানাবিধ ইস্যুতে। কিন্তু একটা সময় পর বোঝা যায় চীন পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত নিয়াই বৈঠক করিতে আসিয়াছে। ভারতের কোনও দাবিই মানা হইবে না। সেই বার্তা পাওয়ার পর ভারতও হাল ছাড়িয়া দেয়। কোনওরকম মীমাংসা ছাড়াই মাঝপথে বৈঠক সমাপ্ত হইয়া যায়। এরপর বেনজিরভাবে ভারত এবং চীন দুই দেশের সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেই কঠোর ভাষায় পরস্পরকে দোষারোপ করিয়া আক্রমণাত্মক বিবৃতি জারি করিয়াছে। এই পরিস্থিতি ২০২০ সালের জুন মাস থেকে সম্প্রতি হইয়া যাওয়া আগের ১২টি বৈঠকে দেখা যায়নি। সোজা কথায়, লাদাখ সীমান্তের স্বাভাবিকতা ফিরাইয়া চীন ও ভারতের সীমান্ত সংঘাতকে স্তিমিত করিবার সর্বশেষ বৈঠক সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছে। উল্টে শীতকালের প্রাক্কালে চীন ও ভারতের মধ্যে সীমান্ত এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় তীব্র বিরোধের সূত্রপাতের হাতছানি দেখা দিয়াছে। পূর্ব লাদাখের গলওয়ান উপত্যকা, হট স্প্রিং, ১৫ থেকে ১৭ নং সেক্টর, দেপসাংসহ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার বিস্তীর্ণ এলাকায় ২০২০ সালের এপ্রিল মাস থেকে আচমকা পিপলস লিবারেশন আর্মি ঢুকিয়া পড়িয়াছে এবং বিপুল সেনা মোতায়েন করিতে থাকে। গলওয়ান উপত্যকায় মে মাসের প্রথম সপ্তাহে হয় ভারত ও চীনের সেনা জওয়ানদের সংঘর্ষ। এরপর আগস্ট মাসে ভারত একের পর শিখর দখল করিয়া নেয়। এই সংঘাতের মধ্যেই শুরু হয় দুই দেশের মধ্যে শান্তি বৈঠক। কিন্তু দু'পক্ষই বিপুল সেনাবাহিনী এবং সমরসজ্জা মোতায়েন করিতে শুরু করে। চুশুল এবং মল্ডো সীমান্ত আউটপোস্টে এ পর্যন্ত ১২ বার শান্তি বৈঠক হইয়াছে। সিংহভাগ ক্ষেত্রেই দু'পক্ষই রাজি হইয়া যায় সেনা সরাইয়া পূর্বাবস্থায় নিয়া যাইতে। কিন্তু ত্রয়োদশ বৈঠকে চীন হঠাৎ পূর্ব ঘোষিত অবস্থান থেকে সরিয়া আসে। চীনের সেনাবাহিনী বিবৃতি জারি করিয়া বলিয়াছে বৈঠকে ভারত অবাস্তব প্রস্তাব তুলিয়াছে। ভারত যে দাবি করিয়াছে, তাহা মানিয়া নেওয়া সম্ভব নয়। অন্যদিকে, ভারতের সেনাবাহিনীও পাল্টা বিবৃতি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছে, সীমান্ত চুক্তি এবং পূর্বঘোষিত বৈঠকের অ্যাজেন্ডা ও সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনিতে সেনা প্রত্যাহারের যে দাবি করিয়াছে, সেটা চীন একতরফাভাবেই প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহাতে লাদাখে মুখোমুখি দাঁড়ানো প্রায় লক্ষাধিক সেনার মধ্যে টেনশন বাড়িতে চলিয়াছে। তাহাতে আগামীদিনে বাড়িবে রণসজ্জাও। স্বাভাবিক কারণেই উভয় দেশের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ আরো চরম আকার ধারণ করিতে পারে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় ভারত যে কোনভাবেই পিছাইয়া যাইবে না সেটাও বলার অপেক্ষা রাখে না। ভারত সর্বশক্তি দিয়া চীনকে মোকাবেলা করিতে প্রস্তুত।দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষায় ভারতীয় সেনাবাহিনী সদা প্রস্তুত রহিয়াছে।

## ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে জোরালো সওয়াল ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বিএসএফ-এর ক্ষমতাবৃদ্ধির পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন জাতীয়তাবাদী অধ্যাপক ও গবেষক সংঘের প্রাক্তন রাজ্য কার্যকরী সদস্য ডঃ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার তিনি হিন্দুস্থান সমাচারকে জানান, "গত কয়েকদিন ধরে পাঞ্জাব ও পশ্চিমবঙ্গে একটি বিরোধী রব উঠেছে যে, কেন্দ্র সরকার সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বা বিএসএফ - এর ক্ষমতা বাড়িয়ে বকলমে কেন্দ্রীয় শাসন কায়েমের ষড়যন্ত্র করছে। পাঞ্জাবে বনধ-হরতাল শুরু হয়ে গেলেও দুর্গোৎসবের জন্য এ রাজ্যে তার আঁচ পড়েনি। তবে পরে নানা ধরনের বিকৃত পক্ষীধ্বনীর সঙ্গে বাঙ্গালী হয়তো বা পরিচিত হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ভারতবর্ষের সীমান্ত সুরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব পালন ও অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ। সীমান্তে অপরাধ নিয়ন্ত্রণে রাজ্য পুলিশ, কেন্দ্রীয় শুল্ক বিভাগ বা কাস্টমস এবং সীমান্ত রক্ষীবাহিনী মুখ্যত এই তিনটি বিভাগ যৌথভাবে সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজকর্ম করে। উক্ত দুই রাজ্য ও অসমে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী জিরো পয়েন্ট থেকে দেশের অভ্যন্তরে পনেরো কিলোমিটার পর্যন্ত এই সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজকর্ম করতো যা নতুন আদেশে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এতেই পাঞ্জাব ও বঙ্গে হইচই শুরু হয়েছে। যদিও অসম, গুজরাত, রাজস্থান প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যে একে স্বাগত জানিয়েছে। এই নতুন আদেশে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্ষমতা নয় বরং তার অধিকার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয়েছে মাত্র।

দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমতা রক্ষায় এখন যে তিনটি বিষয় সাম্প্রতিক সময়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে তা হলো ড্রোন হামলা, মাদক পাচার ও অবৈধ অনুপ্রবেশ। পাঞ্জাবী যুব সমাজকে নিয়ে সেই বলিউডি সিনেমা ছাড়াও পরিসংখ্যান অনুযায়ী মাদকদ্রব্যের অবৈধ চালান ও ব্যবহারে সেই রাজ্য শীর্ষে। অবৈধ অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যাগত ভারসাম্য সীমান্ত জেলাগুলিতে যেভাবে দ্রুত নষ্ট হচ্ছে তা কারুর অজানা নয়। কালিয়াচক থেকে বেলডাঙা, খাগড়াগড়ের ঘটনা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে রহিঙ্গা বসতি স্থাপন প্রভৃতি ঘটনাগুলো আমাদের সুরক্ষার জন্য কিন্তু নিকট ভবিষ্যতেই সংকটে পড়তে চলেছে।তিনটি আন্তর্জাতিক ও পাঁচটি আভ্যন্তরীণ সীমান্ত সম্বলিত আমাদের রাজ্য আজকে মোটেও সুরক্ষিত নয়। আর রাজ্য পুলিশের ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে, সেটিও সর্বৈব মিথ্যা। সীমান্ত রক্ষী বাহিনী কোনও অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা মাদকদ্রব্য পাচারকারী বা অন্য কোনও অপরাধে কাউকে আটক করলে (গ্রেফতার নয়) তাকে স্থানীয় পুলিশের হাতেই তুলে দেওয়া হয় এবং নতুন আদেশেও সেটাই হবে।

পুলিশের তদন্তকারী অফিসার যাবতীয় কাজকর্ম ও চার্জশিট দাখিল করেন। কেন্দ্রীয় শুল্ক দফতরের এক্ষেত্রে কিন্তু নিজস্ব তদন্ত বা মামলা দায়ের করার অধিকার থাকলেও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বা সশস্ত্র সীমা বল"-এর ক্ষেত্রে এই সুযোগ নেই। বাঙালি সুশীল সমাজ মঞ্চে উঠে বিকৃত পক্ষীস্বর ডাকার আগে স্মরণে রাখবেন যে বিগত এক দশকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর প্রায় দেড়শো জন সদস্য শহীদ হয়েছেন।"

# বয়স্কদের জন্য দুই পোর্টাল, চাকরি মিলবে SACRED-এ

**ত্রিদিবরঞ্জন ভট্টাচার্য**

আমাদের দেশ অন্যান্য দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। দেশে বয়স্ক ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ১৯৫১ সালে সারা দেশে প্রবীণ নাগরিকদের (৬০ বছরের উর্ধ্বে) সংখ্যা ছিল ১.৯৮ কোটি। ৫০ বছর (২০০১) তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৭ কোটি ৬০ লক্ষ। ২০১১ অর্থাৎ পরের দশ বছরে তা বেড়ে হয় ১০ কোটি ৩৮ লক্ষ। মোট জনসংখ্যার ৮.৬৬ শতাংশ। এ বছর (২০২১) প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যা প্রায় ১৩ কোটি ৭৬ লক্ষ, মোট জনসংখ্যার ১০.১ শতাংশ। অনুমান করা হচ্ছে ২০২৬ এবং ২০৩১ সালে প্রবীণ, বয়স্ক মানুষের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে যথাক্রমে ১৬ কোটি ২৮ লক্ষ এবং ১৯ কোটি ৩৪ লক্ষ। মোট জনসংখ্যার ১১.৪ এবং ১৩.১ শতাংশ। জনসংখ্যা সম্পর্কিত জাতীয় কমিশনের কাছে পেশ করা এক রিপোর্টে এই পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিকাঠমো, জীবনযাত্রার মানের কমবেশি উন্নতি প্রবীণ নাগরিকের সংখ্যাবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। প্রবীণ নাগরিকদের উতরোত্তর ভার বৃদ্ধিতে যে প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা গিয়েছে, যৌথ পরিবারেরও আগের সেই কৌলিন্য হারিয়ে যাবার পথে। প্রবীণরা মর্যাদার সঙ্গে থাকতে পারবেন কতদিন? না, অবহেলা সমাজের ভ্রূকুটি সহ্য করে শেষজীবন কাটাতে হবে? বিদেশেও এই প্রশন দেখা দিলেও সেখানে প্রবীণদের সামাজিক সুরক্ষা বলয় থাকায় তাঁরা কিছুটা হলেও স্বস্তিতে নিঃশ্বাস নিতে পারছেন। কিন্তু আমাদের দেশে সেভাবে কোনো সামাজিক সুরক্ষা বলয় না থাকায় বয়স্কদের বড় অংশই আতান্তরে দিন কাটান। আর এজন্য সম্মানের সঙ্গে প্রবীণদের বেঁচে থাকার লড়াই প্রতিদিন কঠিন হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রবীণ নাগরিকদের মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে রসদ যোগাতে, অন্যদিকে তাঁদের অভিজ্ঞতা জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ফয়দা তুলতে পারে—এই দুইয়ের মেলবন্ধন যেকোনো সমাজের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু এই সামাজিক প্রশ্ন নিয়ে নয়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিদের বিষয়ে দুটি প্রকল্প ঘোষণা করেছে। আমরা সেই দুটি প্রকল্পের কথা তুলে ধরব।

সেজঃ প্রবীণ নাগরিকদের কল্যাণে২০১৬ সালে ইপিএফ ও অন্যান্য সরকারি তহবিলে অনাদীয় প্রায় ৯ হাজার টাকা দিয়ে একটি তহবিল গঠন করা হয়। প্রবীণদের কল্যাণে রাষ্ট্রয় বয়ঃ

জ্যেষ্ঠ যোজনার খরচ এই তহবিল থেকে মেটানো হয়। তহবিলের এই বিপুল পরিমাণ অর্থ সুষ্ঠুভাবে ববহারের জন্য সাতটি কমিটি তৈরি করা হয়। এই সব কমিটির দায়িত্ব ছিল প্রবীণদের জীবনজীবিকা, মর্কসংস্থান, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, অর্থনীতি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও গবেষণার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া। অর্থনীতি সম্পর্কিত বিশেষত গোষ্ঠী বেসরকারি শিল্পোদ্যোগের প্রসারে একটি কর্মসূচির প্রস্তাব দেয় যাতে বয়স্ক ব্যক্তিদের ব্যবহৃত জিনিসে আরও সৃজনশীলতা আনা যায়। বিভিন্ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সিনিয়র কেয়ার এজিং গ্রোথ ইঞ্জিন 'বা' সেজ' কর্মসূচি নেওয়া হয়।

এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য হল, ভারতে বয়স্কদের প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যা খুঁজে বের করা। সেই সঙ্গ সৃজনশীল সামগ্রী ও পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত স্টর্টআপগুলি চিহ্নিত করে তাদের আর্থিক সাহায্য দেওয়া যাতে তারা বয়স্কদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা সমাধানে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে পারে।

সরকার চায়, শুধুমাত্র এনজিও সংস্থাগুলি বা বেসরকারি উদ্যোগে নয়, স্টার্ট আপগুলি স্বাস্থ্য, ভ্রমণ, অর্থ আইনি, আবাসন, খাদ্যসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে বয়স্কদের জন্য তাদের উদ্ভাবনী পণ্য ও পরিষেবা প্রদান করুক। গত জুনে চালু হওয়া এই প্রকল্পে স্টার্টআপগুলি পোর্টালের মাধ্যমে 'সেজ'-এ অংশ নেবার জন্য আবেদন করতে পারে। চলতি আর্থিক বছরে সেজ প্রকল্পের জন্য ২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নির্বাচিত স্টার্টআপ যোগ্যতার বিত্তিতে এককালীন ইক্যুয়িটি হিসাবে এক কোটি টাকা পেতে পারে।

প্রবীণদের কাজের খোঁজ ঃ (Longitudinal Ageing Study in India)-এর ২০২০-এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের প্রবীণদের ৫০ শতাংশ কর্মক্ষম। অর্থাৎ তাঁরা এখনও ফুরিয়ে যাননি। তাঁদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কর্মদক্ষতার মাধ্যমে তাঁরা সমাজকে এখনও কিছু দিতে পারেন। আর এই ভাবনা থেকেই ১ অক্টোবর সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয় চালু করল 'সিনিয়র অ্যাবল সিটিজেনস ফর রি-এমপ্লয়মেন্ট ইন ডিগনিটি পোর্টাল। যেসব প্রবীণ ব্যক্তি আবার কাজের জগতে ফিরে যেতে চান তাঁরা এই পোর্টালে নিজেদের নাম নথিভূক্ত করতে পারবেন। অন্যভাবে বলা যায় প্রবীণদের জন্য চাকরির এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ হল এই পোর্টাল। এই পোর্টালে চাকরি করতে ইচ্ছুক প্রাথীরা তাঁদের প্রাসঙ্গিক শিক্ষা, অতীত অভিজ্ঞতা, দক্ষতা এবং আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি জানিয়ে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

আর শুধু প্রবীণ চাকুরীপ্রার্থীরা নন, যে কোনো চাকরি প্রদানকারী ব্যক্তি/ফার্ম/ কোম্পানি এনজিও পোর্টালে নাম নথিভূক্ত করতে পারবে। প্রকৃতপক্ষে এটি একটি ইন্টারোক্টিভ প্যাটফর্ম যেখান স্টেক হোল্ডার অর্থাৎ চাকুরিপ্রাথী, চাকরিপ্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন এবং বোঝাপড়ার মাধ্যমে কাজ দেবেন/ নেবেন।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি চাকরিপ্রার্থী প্রবীণদের কাজ খুঁজতে সাহায্য করবেন। উল্লেখ্য এই পোর্টাল নাম নথিভূক্ত করার জন্য কোনো চার্জ বা ফি দিতে হয় না। তবে এই পোর্টাল চাকুরির কোনো গ্যারান্টি দেবে না। পোর্টালের ওয়েবলিঙ্ক- httpps:// sacred.dosje.gov.in/ index.php এই পোর্টাল তৈরি, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য বছরে ২ কোটি টাকা করে ৫ বছর টাকা দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। টোল ফ্রি হেল্পলাইন ঃ প্রবীনদের জন্য সারা দেশব্যাপী একটি টোল ফ্রি হেল্পনাইন চালু হল। এই হেল্পলাইনে ফোন করলে পেনশন, আইনি বিষয়, গার্হস্থ্য হিংসা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ পাওয়া যাবে বিনা পয়সাতে। টোল ফ্রি নম্বর- ১৪৫৬৭ সরকারি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েও প্রবীণদের একাংশ প্রবীণদের সম্পর্কে সরকারি উদাসীনতা নিয়ে সোচ্চার। মধ্যবিত্ত প্রবীণদের অভিযোগ, যাঁরা সরকারি পেনশন পান না, তাঁরা আর্থিকভাবে ক্রমশ পিছু হঠছেন। ব্যাঙ্ক সহ বিভিন্ন মেয়াদী আমানতের লাগাতার সুদ কমায় তাঁরা আজ নিজেদের টানতে হিমসিম খাচ্ছেন। দৈনন্দিন জীবন নির্বাহের খরচ বৃদ্ধি সহ ওযুধ ইত্যাদি বেহিসেবে আর পেরে উঠছেন না। এমনকী স্বাস্থ্যবিমার ক্ষেত্রে প্রবীণতার একটু বেশি ছাড় দিতেও সরকারি অনীহার কথা তাঁরা বলছেন। ইপিএফ নাকি সামাজিক সুরক্ষার বড় হাতিয়ার বলে সরকারি দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার বহু প্রবণী। তাঁদের বক্তব্য, এই সামান্য পেনশনে প্রবীণদের কতটুকু লাভ। ন্যূনতম পেনশন এক হাজার টাকা, সত্যি কি চলে এই পেনশনে? প্রশ্ন তাঁদের। এখন রূপালী অর্থনীতির কথা বলা হচ্ছে। এই রূপালী অর্থনীতিকে চাঙা করতে প্রয়োজন বয়স্কদের কেনার ক্ষমতা বৃদ্ধি। কিন্তু আমাদের দেশে বয়স্কদের কেনার ক্ষমতা প্রতিদিনই কমছে। 'সে' -এর প্রকল্প বাস্তবে কতটা সফল হবে, তা নিয়ে প্রবীণ থেকে অর্থনীতিবিদ সবমহলই সন্দিহান। কারণ প্রবীণদের আর্থিখ ক্ষমতা খর্ব হলে স্টার্টআপের ভবিষ্যতেও অন্ধকার হতে বাধ্য।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

# গ্রাহকরা সতর্ক হোন

**মণীশ অগ্রবাল**

গ্রাহকরা সাবধান। আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার নতুন। নতুন পথ বের করেছে প্রতারক জ্যালিয়াতরা।

সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর নানাবিধ কৌশল প্রয়োগ করে, নিশানায় থাকা গ্রাহকদের প্রলোভনের ফাঁদে ফেলছে প্রতারকরা। আর এভাবেই ফাঁদে ফেলছে প্রতারকরা। আর এভাবেই হাতিয়ে নিচ্ছে গ্রাহকদের লক্ষ্য পূরণ করছে, কখনও গ্রাহকদের সামনে অবিশ্বাস্য এবং অভিনব সমস্ত অফার রেখে তাদের প্রলুব্ধ করে, কখনও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আবার কখনও স্রোফ হুমকি দিয়ে।

অতিমারির সূচনাকাল থেকেই ডিজিটাল প্রতারকরা নিজেদের চিরাচরিত কৌশলে বদল এনেছে। তারা প্রতারণার এমন উপায় খুঁজে বের করেছে যার মাধ্যমে সহজেই মানুষের আস্থা অর্জন করা যায়।

প্রতারকরা সাধারণত বড় তথা মেট্রোপলিটন শহর লাগোয়া এলাকা তথা মফ স্বলগুলিতেই সক্রিয় যাতে সেখানকার পুলিশ এবং আইন-কানুন বজায় রাখার দায়িত্বে থাকা সংস্থার হাত থেকে সহজেই বাঁচাতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক এবং আইনের রক্ষাকর্তা সংস্থাগুলির কাছে এমন নানা অভিযোগ জমা পড়ছে, যেখানে গ্রহকদের কে ওয়াই সি আপডেট, ভুয়া 'মার্কেটপ্লেস লিস্টিং', নিয়োগ সৃংক্রান্ত প্রতারণা চক্র এবং জাল গ্রাহক পরিষেবা নম্বরের মাধমে প্রতারণা করা হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই ধরনের ঘটনাগুলিতে জালিয়াতি হয়েছে প্রথাগত এবং অনুরূপ

পদ্ধতি মেনেই অর্থাৎ গ্রাহকদের অযাচিত কল করে বা, টেক্সট ম্যাসেজ, ইমেল প্রভৃতি পাঠিয়ে দেওয়ার হয়েছে একটি লিঙ্ক। তারপর বলা হয়েছে, ওই লিঙ্কে ক্লিক করে, নিজেদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, লগ ইন সংক্রান্ত তথ্য, কার্ডের তথ্য, পিন এবং ওপিডি-র মতো ব্যাক্তিগত তথ্যাদি দিতে। আর এরই ফাঁদে পড়ে বহু গ্রাহক তত্রাদের সর্বস্ব খুইয়েছেন। আবার কখনও কখনও অবৈধ এবং অননুমোদিত নানা মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে, গ্রহকদের মোবাইলের নিযন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়েও প্রতারকরা জরুরি তথ্য হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। এগুলি সবই 'ভিশিং অ্যাটাক' (ভয়েস) এর ঘটনা। এই ক্ষেত্রে প্রতারকরা কোনও ভুয়ো পরিচয়ে বিশেষত ব্যাঙ্ক কর্মী/ বিমান এজেন্ট/ স্বস্থ্যকর্মী বা সরকারি আধিকারিকের ছদ্মবেশে গ্রাহককে ফোন করে। তারা গ্রাহকের নাম, জন্মতারিখের মতো সাধারণ কিছু তথ্য জিজ্ঞাসা করে সেগুলি নিশ্চিত করে। আর এভাবেই ধীরে ধীরে কথার চাতুরিতে গ্রাহকের আস্থা অর্জনের পর, তাদের নানা জরুরি পরিষেবা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাদের কাছ থেকে গোপনীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য বের করে নেয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবার, জরুরি পরিস্থিতির অজুহাত দিয়ে (যেমন গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা সরঞ্জামের অভাব, অ্যাকাউন্ট ব্লক হয়ে যাওয়া প্রভৃতি প্রতারকরা গ্রাহকের উপর চাপ সৃষ্টি করে, তাদের ভয় দেখিয়ে, ব্যাক্তিগত তথ্য জানার চেষ্টা করে। এই সব তথ্য দিয়েই পরে গ্রাহকদের প্রতারণা করা হয়।

এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, গ্রাহকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোনও রকম টাকা জমা দেয়ার বা প্রাপ্তির জন্য ওটিপি বা পিন দিয়ে যাচাইকরণের কোনও দরকার হয় না। তাই, এই ধরনের কোনও অনুরোধ এলে অবশ্যই সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।

এই প্রতারকরা বর্তমানে অনেক সময় সপ্তাহব্যপী কাজের দিন (শনি , রবিবার বাদে) এবং অফিসের কাজের সময় গ্রাহকদের ফোন করে এটা বোঝানোর জন্য যে তাদের ফোন বৈধ এবং অফারগুলিও আইনসঙ্গত। এইস ডি এফ সি ব্যাঙ্কের 'ফ্রড ডিসপুট টাইম' বিশ্লেষণে দেকা গিয়েছে যে, চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে ৬৫-৭০ শতাংশ সাইবার প্রতারণা ঘটেছে সকাল ৭ টা থেকে সন্ধ্যা ৭ টার মধ্যে। এই বিশ্লেষণে আরও জানা গিয়েছে যে, ৮০-৮৫ শতাংশ প্রতারিত গ্রাহকের বয়স ২২ থেকে ৫৫ বছরের মধ্যে, যাদের প্রযুক্তির বিষয়ে যথেষ্ট দক্ষ বলেই মনে করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, সাইবার প্তারণার ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ জানাতে ২০২১ সালের ১৭ই জুন একটি কেন্দ্রীয় সহায়তা নম্বর, ১৫৫২৬০ চালু করেছে, যেখানে গ্রাহকরা, সাইবার জালিয়াতির অভিযোগ নথিভুক্ত করতে পারনে।

হেল্পলাইনটি সংশ্লিষ্ট রাজ্য পুলিশ দ্বারা পরিচালিত হয় এবং রিপোর্ট করা ঘটনাগুলির সিটিজেন ফিনান্সিযাল সাইবার ফ্রড রিপোর্টিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে বিহিত করা হয় যা আইনরক্ষায় দায়িত্বে থাকা সংস্থা, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত।

এর সঙ্গেই এইচ ডি এফ সি ব্যাঙ্ক তার গ্রাহকদেপ সামাজিক মাধ্যম, টেক্সট বার্তা, ইমেল এবং পর্যায়ক্রমিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নিরাপদ ব্যাঙ্কিং- এরও প্রচার করছে, যেখানে সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ডিজিটাল ব্যাঙ্কিংয়ে জালিয়াতির সাম্প্রতিকতম পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে গ্রাহকদের সতর্ক করে দেওয়া এবং কী কী করণীয়, তা -ও বাতলে দেওয়ার উপর।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

টিএসআর বাহিনির বাইক র‍্যালি সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি ঃ নিজস্ব।

# কোভিড বিধি মেনেই ডিমা হাসাও জেলায় শান্তিতে সম্পন্ন দুর্গোৎসব

হাফলং (অসম), ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : কোভিড বিধি মেনেই ডিমা হাসাও জেলায় সম্পন্ন হল শারদীয় দুর্গোৎসব। কোভিড অতিমারির জেরে এবার কঠোর নিয়ম নীতি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল সরকারের পক্ষ থেকে। যার দরুন কোভিড বিধি মেনে আনন্দ ও উল্লাসের মধ্যেই পালিত হয়েছে দুর্গাপূজা।

এবার হাফলঙে মোট পুজোর সংখ্যা ছিল ২২টি। গত বছর কোভিডসৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য হাফলঙে শুধু স্থায়ী মন্দিরগুলিতে পুজো অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে এ বছর কোভিড পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার দরুন হাফলং শহরের বিভিন্ন সর্বজনীন পুজো কমিটিগুলিও অনান্য বছরের মতো এবার পূজার আয়োজন করেছিল। তবে সীমিত বাজেটের মধ্যে পুজো সম্পন্ন হয়েছে হাফলং শহর সহ সমগ্র ডিমা হাসাওয়ে।

এবার বিগ বাজেটের পুজো কোথাও অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রতিটি মণ্ডপেই ৫ থেকে ৬ ফুট উচ্চতায় নির্মিত দুর্গা প্রতিমায় পুজো করা হয়েছে। প্রচলিত শাস্ত্রীয় নিয়ম এবং প্রথা মেনে পুজোর আয়োজন করেছিল শৈলশহরের পুজো কমিটি গুলি।এর মধ্যে কোভিড বিধি নিয়ে জেলা প্রশাসন ছিল কঠোর। তবে কোভিড পরিস্থিতি কিছু পরিমাণে হ্রাস পাওয়ায় এবার সপ্তমী থেকেই পূজার মণ্ডপগুলিতে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। এবারের শারদীয় দুর্গোৎসবের মধ্যে ডিমা হাসাওয়ে ভিস্টাডম ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেনের দৌলতে প্রচুর পর্যটক পাহাড়ে সে পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে ভিড় করেন। পুজোর দিনগুলিতে শহরের সব হোটেল লজ ও বিভিন্ন অতিথিশালায় জায়গা ছিল না। শহরের হোটেল লজ অতিথিশালাগুলি আগাম বুকিং করে রেখে দিয়েছিলেন পর্যটকরা।

চারদিন পাহাড়ে শান্তিপূর্ণ ভাবেই পুজোর অনুষ্ঠান অতিবাহিত হয়েছে। এদিকে এবার দশমীতে প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রার অনুমতি দেয়নি জেলা প্রশাসন। সন্ধ্যার আগেই বিসর্জন পর্ব শেষ করার নির্দেশ দিয়েছিল প্রশাসন। সে অনুযায়ী সন্ধ্যার আগেই বিসর্জন পর্ব সম্পন্ন হয়েছে হাফলং সহ জেলার সর্বত্র। পুজোর মণ্ডপ থেকে প্রতিমা গাড়িতে নিয়ে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে হাফলং শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরবর্তী দিয়ুং নদীতে।

# মিষ্টির দোকানগুলোয় যথারীতি খদ্দেরের ভিড়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : নবমী থেকেই মিষ্টির দোকান গুলিতে তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। কাচের শোকেস ভরে উঠেছে বিভিন্ন ধরনের রকমারি মিষ্টিতে। একাদশীতে মিষ্টির দোকানগুলোয় যথারীতি খদ্দেরের ভিড়। বাপের বাড়ি ছেড়ে কৈলাসের পথে উমা। তাঁকে মিষ্টিমুখ করিয়ে স্বামীর ঘরে পাঠায় বাংলা। আর দুর্গাপুজোর মধুরেণ সমাপয়েৎ হয় মিষ্টিমুখ করে।

ষষ্ঠীতে বোধন, অষ্টমীতে অঞ্জলি, আর বিজয়ায় মিষ্টিমুখ পুজোর পরিসর যতই কম হোক এই সবে রীতি অমলিন। মিষ্টি খেয়েই বিজয়া পালনে উৎসাহী বঙ্গজীবন। মিষ্টির দোকানের মালিকরা জানাচ্ছেন, বিজয়ার মিষ্টি হিসেবে চন্দ্রপুলি, লবঙ্গ লতিকা আর রসগোল্লার চাহিদা এখনও অমলিন। তার সঙ্গে অবশ্য যোগ হয়েছে চকোলেট সন্দেশ, স্ট্রবেরি সন্দেশ, কোথাও আবার কিউই সন্দেশ। এগুলির যথেষ্ট চাহিদা। পুজোর ক'দিন ডায়েট ভুলে, স্বাস্থ্যকর চিকেন ছেড়ে পাঁঠার মাংসে কবজি ডুবিয়েছেন অনেকেই। তবে রক্তে শর্করার মাত্রা জানান দেয়, মিষ্টিতে একটু লাগাম দিতে হবে। আর সেই কারণেই দশমীতেও অনেকেই খোঁজেন শুগার-ফ্রি সন্দেশ অথবা একটু কম মিষ্টির রসগোল্লার। সেই ব্যবস্থাও আছে নামী-দামি দোকানগুলিতে। এখন আবার জলভরা সন্দেশের মধ্যে জলের বদলে থাকছে লিকুইড চকোলেট। ছোটদের নাকি এই সন্দেশ বেজায় প্রিয়।

আগে বিজয়ায় বাড়িতে নারকেলনাড়ু, ছাপসন্দেশ, মোয়া তৈরি হত। ব্যস্ত জীবনে সেসব পাঠ চুকেছে। তবে এখন মিষ্টির দোকানেই পাওয়া যাচ্ছে নাড়ু মালপোয়া-মোয়া। শহরের চিরাচরিত ভীম নাগ, কে সি দাস, নকুড়, বলরাম মল্লিক, হিন্দুস্তান সুইটস, ভিআইপি সুইটস-এর মতো দোকানের পাশাপাশি পাড়ার মিষ্টির দোকানে সকাল থেকে বেজায় ভিড়। লম্বা লাইন হলদিরাম, গাঙ্গুরাম বা তিওয়ারির মিষ্টির দোকানের সামনেও। উৎসবে যেমন বাংলায় ভাগাভাগি নেই, তেমনই নেই মিষ্টিতেও। তাই বিজয়ায় রসগোল্লার পাশে সহজেই জায়গা করে নিতে পারে কাজু বরফি বা মতিচুরের লাড্ডু। গোলাপ জামুন বা লেডিকেনি-কালোজামে বাঙালির রসনায় কোনও বিরোধ নেই। শুধু বিজয়ার মিষ্টি চাই-ই-চাই। সব মিলিয়ে উমা বিদায়ের বিষাদ ভুলে বাঙালি এখন মিষ্টি-মুখী। যে বাঙালি মা দুর্গার বিদায়কালে তাঁর পরিবারের সকলকে, সিংহকে, এমনকী অসুরের মুখেও মিষ্টি ঠেসে দেয়, শত্রু-মিত্র ভুলে বিজয়ায় এখনও তারা মিষ্টি-সুখেই থাকতে চায়।

# বাংলাদেশে পুজোয় হামলায় প্রকাশ্য প্রতিবাদ চট্টগ্রামের অধ্যাপকের

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : বাংলাদেশে এবছর পুজোয় হামলায় প্রকাশ্য প্রতিবাদ করলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম বিভাগের অধ্যাপক রাজীব নন্দী। শনিবার রাজীববাবু সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ''বাংলাদেশে এবছর পুজোয় হামলা ভাঙচুর যেমন হয়েছে, তেমনি প্রচুর শিক্ষিত, রুচিশীল সংবেদনশীল মুসলিমরা এর প্রতিবাদও জানিয়েছে। আমার অনেক কলিগ, শিক্ষার্থী তাঁদের উদ্বেগ ও আকুতি প্রকাশ করেছে গত চারদিন। বিষয়টিকে আমি দারুণ একটি পরিবর্তন হিসেবে দেখছি। এই মুসলিম ভাইয়েরাই আমাদের প্রকৃত বন্ধু। সম্ভবত এখনই সঠিক সময় বাংলাদেশকে একটি ''উদার নৈতিক অসাম্প্রদায়িক'' রাষ্ট্র গঠনের দিকে নিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করার। আর এই কাজটি করতে হবে সংখ্যাগুরুদেরই। এই দায় আমাদের সকল ভ্রাতৃপ্রতীম মুসলিমদেরদে। আজ যদি আমাদের বুদ্ধিমান, ইমানদার মুসলিম ভাইয়েরা ''নীরব'' থাকেন তবে, আপনাদের শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি সংখ্যাগুরুর গুরুভার হিসেবে আমাদের হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে অন্তর্দহনে পরিণত করবে।এ বছর দুর্গাপূজায় বাংলাদেশে যা ঘটলো তা এক কথায় ''ভয়ের সংস্কৃতি''। এবছরের ঘটনার কঠোর বিচার হওয়া উচিত। সাম্প্রদায়িক হামলার বিচারহীনতা অব্যাহত থাকলে আগামী বছরগুলোতে পূজা আরো ছোট হবে, পরিসর আরো কমবে। হিন্দুরা ভাবতে বাধ্য হবে, পূজাটা নম নম করে ঘরের কোণায় আসনেও করা যায়। সেটা কি আমাদের প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা চান? যদি না চান, তবে সংখ্যাগুরু গুরুভার হিসেবে আপনাদেরই আগে নামতে হবে। কোনো রাষ্ট্র যদি তার নাগরিক- যথাঃ মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, আদিবাসী, সংশয়ী, নাস্তিক সকলের নিরাপত্তা দিতে না পারে, সে রাষ্ট্র কোনভাবেই গণতান্ত্রিক নয়। রাষ্ট্র কোনো ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব চাপিয়ে দিতে পারে না। যতদিন শ্রেষ্ঠত্বের গরিমা থাকবে ততদিন রাষ্ট্রে এইরকম নিষ্পেষণ চলবেই। আসুন রাষ্ট্রকে গণতান্ত্রিক করি। ধর্মীয় শ্রেষ্ঠত্ব নয়, মানুষের প্রতি মানুষের প্রেম, মহব্বত, দরদ আর সহানুভূতিশীল একটি দেশ চাই আমরা। ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার।''

বিধায়ক আশিষ কুমার সাহার উপস্থিতিতে বন্ধুর নাম সুদিপ-এর উদ্যোগে ক্যান্সার হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

# পাম্পোরে এনকাউন্টারে উমর-সহ দুই লস্কর জঙ্গি নিকেশ, আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে জঙ্গি-নিকেশ অভিযানে ফের বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার পাম্পোরের দ্রাংবাল এলাকায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু''জন লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি। নিহত দুই জঙ্গির মধ্যে রয়েছে শীর্ষ লস্কর কমান্ডার উমর মুস্তাক খান্ডে। শনিবার সকাল থেকেই শুরু হয় এনকাউন্টার, দুপুরে পুলিশ জানিয়েছে, উমর-সহ দুই লস্কর জঙ্গি নিকেশ হয়েছে। এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। কাশ্মীর জোন পুলিশ জানিয়েছে, শনিবার সকাল থেকে পুলওয়ামা জেলার পাম্পোরের দ্রাংবাল এলাকায় সুরক্ষা বাহিনী ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানান, তিন-তলা কংক্রিটের বিল্ডিংয়ে লুকিয়ে ছিল জঙ্গিরা। তাই অভিযান চালাতে সময় লাগে। ওই বিল্ডিংয়ে লুকিয়ে ছিল শীর্ষ লস্কর কমান্ডার উমর মুস্তাক খান্ডে-সহ দুই জঙ্গি। এনকাউন্টারে দুই জঙ্গিই নিকেশ হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুলিশ কর্মীদের হত্যায় জড়িত ছিল উমর মুস্তাক। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার আরও জানিয়েছেন, গত ৮ অক্টোবর থেকে এযাবৎ ১০টি এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ১৩ জন সন্ত্রাসবাদী।

## সোনিয়াজির নেতৃত্ব নিয়ে কারও মনে প্রশ্ন নেই

# তাঁর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে : আজাদ

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা গুলাম নবী আজাদের। শনিবার কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, সোনিয়াজির নেতৃত্ব নিয়ে কারও মনে কোনও প্রশ্ন নেই। তিনি জানান, সকলেরই সোনিয়া গান্ধীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। শনিবার গুরুত্বপূর্ণ কার্যকরী সমিতির বৈঠকে আগামী সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু নিজের প্রারম্ভিক ভাষণে সোনিয়া জানিয়ে দেন, তিনি কংগ্রেসের পূর্ণ সময়ের সভানেত্রীর দায়িত্ব পালনে রাজি রয়েছেন। এদিন কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির বৈঠকে মোট ৫২ জন কংগ্রেস নেতা অংশ নেন। মনমোহন সিং ও দ্বিগ্বিজয় সিং-সহ মোট ৫ জন কংগ্রেস নেতা অংশ নেননি। গুলাম নবী আজাদ বলেছেন, সোনিয়াজির নেতৃত্ব নিয়ে কারও মনে কোনও প্রশ্ন নেই। সকলেরই সোনিয়া গান্ধীর উপর সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে। সূত্রের খবর, এবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন হতে পারে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এদিনের বৈঠকে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট প্রস্তাব করেন, কংগ্রেসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত রাহুল গান্ধীর। বৈঠকে উপস্থিত সমস্ত সদস্য এই প্রস্তাবকে সমর্থনও করেন।

## সিআরপিএফ জওয়ানদের ট্রেনে বিস্ফোরণ আহত ৪

রায়পুর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ছত্তিশগড়ের রায়পুর রেল স্টেশনে সিআরপিএফ জওয়ানদের বিশেষ ট্রেনে বিস্ফোরণে আহত হয়েছেন ৪ জন জওয়ান। শনিবার সকাল ৬টা নাগাদ রায়পুর স্টেশনে সিআরপিএফ জওয়ানদের বিশেষ ট্রেনের একটি কামরার শৌচাগারের সামনে বিস্ফোরণ ঘটে। ট্রেনটি ২ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢোকার পরেই একটি কামরা থেকে বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা যায়। ওই কামরায় সিআরপিএফ-এর ২১১ নম্বর ব্যাটেলিনের জওয়ানেরা ছিলেন।

রায়পুর পুলিশ জানিয়েছে, সিআরপিএফ স্পেশাল ট্রেনের মেঝেতে পড়ে যায় ইগনিটার সেট-সহ একটি বাক্স। তাতেই বিস্ফোরণ হয়। এই বিস্ফোরণে মোট ৪ জন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজনের আঘাত গুরুতর বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পরে রেল রক্ষী বাহিনী (আরপিএফ) এবং রেল পুলিশের (জিআরপি) আধিকারিকরা স্টেশনে পৌঁছন। রায়পুর শহর থেকে স্টেশনে পৌঁছন সিআরপিএফ-এর এক ডিআইজি। গুরুতর আহত জওয়ানকে রায়পুরের নারায়ণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

# ভাঙড়ে পরকীয়ার জেরে স্বামীকে খুনে ধৃত স্ত্রী, পলাতক প্রেমিক

ভাঙড় (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৬ অক্টোবর (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়ে পরকীয়া সম্পর্কের জেরে, প্রেমিককে সঙ্গে নিয়ে স্বামীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে। রোমহর্ষক ঘটনাটি ঘটেছে ভাঙড়ের বামনঘাটা অঞ্চলে কোচপুকুর গ্রামে। স্থানীয় সুত্রের খবর, বৃহস্পতিবার রাতে মারা যান কোচপুকুর গ্রামের বাসিন্দা আনসুর আলি গাজী (৫৩), অতঃ পর তাঁর মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি নয়া মোড় নেয়, জানা যায় আনসার আলি গাজীর স্ত্রী মুসলিমা বিবি (৪৫) পরকীয়া সম্পর্কে লিপ্ত সাইদুল শেখের সঙ্গে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, স্ত্রীর বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের কথা জানতে পেরে প্রতিবাদ করতেন স্বামী আনসুর আলি গাজী। এ নিয়ে দম্পতির মধ্যে মাঝেমধ্যেই অশান্তি হত। তদন্তকারীদের দাবি, জেরায় মুসলিমা বিবি জানিয়েছে, পথের কাঁটা সরাতে স্বামী আনসুর আলি গাজীকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষে সে ও তার প্রেমিক। বৃহস্পতিবার রাতে স্বামীকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে গলা টিপে, বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে স্ত্রী মুসলিমা বিবি। খুনে সহায়তা করে প্রেমিক সইদুল শেখ ওরফে ছট্টু। সে নিজে ঘরে ঢুকে গলায় বালিশ চাপা দিয়ে খুন করে। ঘটনায় ধৃত স্ত্রী মুসলিমা বিবি। পলাতক প্রেমিক সইদুল শেখ ওরফে ছট্টু। নিহত আনসুর আলি গাজীর ছোটো ভাই মহাসীন গাজী জানিয়েছেন, "অনেক দিন ধরেই বড়ভাবি মুসলিমা বিবির আচরণ সন্দেহজনক ঠেকছিল। দাদা ওদের অবৈধ সম্পর্কের কথা জানতে পারে এবং প্রতিবাদ করে। তাই ওরা পরিকল্পনা করে দাদাকে সরিয়ে দিল।'' ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কোচপুকুর গ্রামে। ঘটনার তদন্তে কলকাতা লেদার কম্পলেক্স থানার পুলিশ। শনিবার কবরস্থ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

# রাশিদ খানকে হুমকি দিয়ে ধৃত দুই, পুলিশি তদন্তে খুশি সঙ্গীতশিল্পীর স্ত্রী

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সঙ্গীতশিল্পী উস্তাদ রাশিদ খানকে খুনের হুমকি এবং তাঁর কাছ থেকে ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়ার অভিযোগে দু''জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম অবিনাশ কুমার ভারতী এবং দীপক অওলাখ। ২৪ বছরের অবিনাশ বিহারের বেগুসরাইয়ের সালাউনা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি রাশিদের গাড়িচালক ছিলেন। দীপক (২০) উত্তর প্রদেশের আমরোহার বাসিন্দা। দীপক রাশিদের অফিসে কিছু দিন কাজ করেছেন। তাঁকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়েছে।

রাশিদের পরিবারের অভিযোগ, ৯ অক্টোবর থেকে মোবাইলে বারবার ফোন আসে। বলা হয়, বাড়ির সামনে বন্দুকবাজ ঘুরছে। বাড়ি থেকে বেরোলেই গুলি করা হবে সঙ্গীতশিল্পীকে। ৫০ লক্ষ টাকা তোলা চাওয়া হয়। এর পরই নেতাজিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয় রাশিদের পরিবারের তরফে। পুলিশ তদন্তে নেমে দু'টি ফোন নম্বরের হদিশ পায়। সেই সূত্র ধরে মোবাইলের টাওয়ার লোকেশন দেখে ওই দুই অভিযুক্তকে ধরা হয়। আপাতত দুই অভিযুক্তকে পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। তদন্ত চলছে। পুলিশি তদন্তে খুশি প্রকাশ করেছেন রাশিদের স্ত্রী। তিনি বলেছেন, পুলিশ দুর্দান্ত কাজ করেছে।

## ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত্যু ৩ জনের, ভাঙল একাধিক বাড়ি

জাকার্তা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার রিসোর্ট দ্বীপ বালিতে শক্তিশালী ভূমিকম্পে প্রাণ হারালেন ৩ জন। এছাড়াও কমপক্ষে ৭ জন আহত হয়েছেন। ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প ও কয়েকবার আফটারশকে ভেঙে পড়েছে একাধিক বাড়ি। শনিবারের ভূমিকম্পের জেরে ভূমিধসের ঘটনাও ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জিওলজিক্যাল সার্ভে (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, শনিবার ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় বালি দ্বীপে। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল বালি বন্দর শহর সিঙ্গরাজা থেকে ৬২ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরে। ৪.৮ তীব্রতার ভূমিকম্পের কিছু পরই ৪.৩ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের তীব্রতায় বালি দ্বীপে পার্বত্য অঞ্চলে ভেঙে পড়ে একাধিক বাড়ি। ভূমিধসের ঘটনাও ঘটেছে। ভূমিকম্পে ৩ বছরে শিশু-সহ ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন মোট ৭ জন। কারও মাথা হেঁটেছে, কারও হাড় ভেঙেছে। দুর্যোগ ব্যাবস্থাপনা মুখপাত্র আব্দুল মুহারি জানিয়েছেন, ভূমিকম্পের তীব্রতা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল ও প্রায় ৫ সেকেন্ড কম্পন অনুভূত হয়।

# হিন্দু সংহতি'-র আহ্বানে বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিযান

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : হিন্দু সংহতি-র আহ্বানে আগামী ২০শে অক্টোবর বুধবার, বেলা ১১টায় বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। কালো প্রেক্ষাপটের পোস্টারে লেখা হয়েছে, "বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশ হাইকমিশন অভিযান। নোয়াখালি দিবসে কলকাতা চলো।"

প্রসঙ্গত, নোয়াখালি দিবস সম্পর্কে প্রকাশ চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, "১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসের ১০ তারিখ কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন। নোয়াখালীর হিন্দুরা বাড়িতে পূজার আয়োজনে ব্যস্ত। অন্যদিকে মুসলিম লীগ নেতা-কর্মীরা প্রচার করে যে, শিখ সম্প্রদায় দিয়ারা শরীফ আক্রমণ করেছে।গুজবের ফলে আশে পাশের এলাকার মুসলিমরা দলে দলে দিয়ারা শরিফে জড় হয়। গোলাম সরোয়ার হুসেনি সমবেত মুসলিমদেরকে সাহাপুর বাজার আক্রমণ করতে নির্দেশ দেয়। কাশেম নামের আরেকজন মুসলিম লীগ নেতাও তার নিজস্ব বাহিনী নিয়ে সাহাপুর বাজারে পৌঁছায়, যাদেরকে কাশেমের ফৌজ বলা হত।

কাশেমের ফৌজ নারায়ণপুর থেকে সুরেন্দ্রনাথ বসুর 'জামিনদার অফিসের'' দিকে এগিয়ে যায়। কল্যাননগর থেকে আসা আরেকদল দাঙ্গাবাজ মুসলিম দল কাশেমের ফৌজের সাথে যোগ দেয়। এদের সাথে আরও অনেক ভাড়া করে আনা মুসলিম গুণ্ডারা জামিনদার অফিসে আক্রমণ করে। সামান্য প্রতিরোধের পরই সুরেন্দ্রনাথ বসু ধারাল অস্ত্রের আঘাতে মারাত্মক ভাবে আহত হন। মুসলিম জনতা হাত-পা বেধে তাকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে।সুরেন্দ্রনাথ বসুকে মুসলিমরা আক্রমণ করেছে শুনতে পেয়ে পাশের পাঁচঘরিয়া গ্রামের ডাক্তার রাজকুমার পাল তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। কিন্তু পথিমধ্যে তাকে মুসলিম দুর্বৃত্তরা ছুরিকাহত করে।" এভাবে ছড়িয়ে পড়ে নোয়াখালির দাঙা।

# ভাটপাড়ার কাঁকিনাড়ায় বোমা, এলাকায় উত্তেজনা

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : পুজোর রেশ কাটেনি। দশমীর রাতেই ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভাটপাড়ার কাঁকিনাড়া এলাকা। কাঁকিনাড়া হাই স্কুলের গায়ে বোমা ছুড়ে পালাল দুষ্কৃতীরা। আচমকা বোমাবাজিরে জেরে আতঙ্কিত এলাকাবাসী। কেন এই ঘটনায় শনিবারও এলাকায় উত্তেজনা রয়েছে।কে এই বোমা ছুঁড়েছে তা নিয়ে সন্দিহান তদন্তকারীরা। যদিও, ঘটনায় কাউকেই গ্রেফতার করেনি পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দা গীতা দেবী মণ্ডল বলেন, "দশমীর রাতে আমরা বিসর্জন দেখতে গিয়েছিলাম। সেইসময় কয়েকজন ঝামেলা শুরু করে। তারপর রোশন ও লাঙ্গা নামে দুটি ছেলে পায়ে হেঁটে আমাদের দিকে এসে বোমা ছোড়ে। ওরা কেন আচমকা বোমা মারল জানি না। ওরা কোন দলের তাও জানা নেই। মাঝেমধ্যেই এই এলাকায় বোমাবাজি চলে। প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হয়। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি আমরা। ওরা আজ স্কুলের গায়ে বোমা মেরেছে, কাল যে আমাদের ঘরে এসে মারবে না তা কে বলতে পারে!''ফের অর্জুন গড়ে বোমাবাজির ঘটনায়, তৃণমূল নেতা প্রিয়াঙ্কু পান্ডে বলেন, "ভাটপাড়া বারবার উত্তেজিত হয় এখানকার বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিঙের দৌলতে। তিনি চান, গোটা এলাকা অশান্ত থাকুক। যাতে তাঁর জেড প্লাস সিকিউরিটি হাসিল হয়। ওঁর নিজের সিকিউরিটি খালি বাড়িয়ে যেতে পারেন। একজন সাধারণ ছেলে যে কোনও দলের সঙ্গে যুক্ত নয়, সে কী করে হাতে বোমা বা আগ্নেয়াস্ত্র পায়!

# হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

## শিশুর বুদ্ধি বিকাশে সহায়ক খাবার

পৃথিবীতে সন্তানকে নিয়ে বাবা-মায়ের সবথকে বেশি চিন্তা লেগে তাকে কীভাবে তার শিশুর মেধা ও বিকাশ বৃদ্ধি হবে। শিশুর কিছু নিয়মিত পুষ্টিগুণ সম্পন্ন খাবার দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সাহায্য করে থাকে। তবে এটাও ঠিক,সব খাবারে একই পুষ্টিগুণ থাকে না, এমন কিছু খাবার আছে, যার মধ্যে অনেক বেশি পুষ্টিগুণ বিদ্যমান, যা শিশুর মস্তিষ্ক সক্রিয় ও সতেজ রাখে। মস্তিষ্ক সক্রিয় এবং সতেজ থাকলে শিশুর মেধা বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। যেহেতু শিশুদেরবেড়ে ওঠায় কিছু খাবার অনেক বেশি ভূমিকা রাখে, সেহেতু আমাদের মনে রাকতে হবে, সেই খাবারগুলি শিশুদের যাতে বেশি করে দেওয়া যায়।

এ বিষয়ও দেখতে হবে যে ছোট বাচ্চাদের পাকস্থলী ছোট থাকে, ানতই তাদের পেট অল্পতেই বরে যায়। এক্ষেত্রে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে অল্প পরিমাণ খাদ্য দিয়ে কীভাবে বেশি করে পুষ্টি দিতে পারেন। পনিরে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিমসৃদ্ধ একটি দুগ্ধজাতীয় খাবার। এতে আছে প্রচুর আমিষ এবং ক্যালসিয়াম যা সুস্থ হাড় ও দেহের জন্য অবশ্যক।

একই সঙ্গে পনির মুখেরভেতরে যে অ্যাসিড দেহের ক্ষয়ের জন্য দায়ী, সেগুলিকে নিস্ক্রিয় করে দেয়। সুতরাং এই খাবর শিশুর জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মস্তিষ্ক মানবদেহে অন্যান্য অংশের বিকাশ ও সঠিক পরিচালনা অনেকাংশই নির্ভর করে শিশুকালেই এই অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গটির উপযুক্ত বিখাস নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জেনে নিই মস্তিষ্কের ক্ষমতা বাড়াতে সন্তানকে কোন খাবারগুলি খেতে দেওয়া বেশি দরকার।

মায়ের দুধঃ শিশুকে অন্তত ছয় মাস বুকেরদুধ খাওয়ানো উচিত। কারণ মায়ের দুধ পান করলে শিশুর বুদ্ধিমত্তা বাড়ে। ব্রাজিলের একদল গবেষক সাড়ে, হাজার শিশুর ওপর দীর্ঘদিন নজর রাখার পর এই সিদ্ধান্তে আসেন।

শাকসব্জি কিছু কিছু শাকসব্জিও রয়েছে, যেগুলি শিশুর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা বাড়ায়। বাঁধাকপি ও পালংশাকে রয়েছে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন 'কে' এবং বিটা ক্যারোটিন, যা শিশুর স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। পুষ্টিগুণে গুণান্বিত টমেটো। এটি মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। প্রতিদিন শিশুকে স্যালাডে নানাভাবে টমেটো খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

ডিমঃ ডিম খাওয়া নিয়ে প্রায় শিশুদেরই অনীহা থাকে। অনীহা থাকলেও শিশুকে প্রতিদিন অন্তত একটি ডিম খাওয়াতে চেষ্টা কুরণন। গবেষণায় দেখা যায়, যারা প্রতিদিন অন্তর একটি ডিম খায় তাদের স্মৃতিশক্তি অন্যদের তুলনায় অন্তত ৭০ ভাগ বেশি ভালো থাকে। ডিমে রয়েছে প্রচুর আররন, যা লোহিত কণিকা তৈরি করে রক্তের উপাদানে সঠিক মাত্রা বজায় রাখে। এতে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ হয়, যা চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তা বাড়ায়।

সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেলঃ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়াতে সামুদ্রিক মাছ কার্যকরী বূমিকা রাখে। মস্তিষ্কে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিডের ৪০ ভাগ হচ্ছে ডিএইএ, যা সামুদ্রিক ও মাছের তেলে পাওয়া যায় ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড হিসেবে। এই ধরনের যৌগিক উপাদান অন্য খাবারে প্যায়া সম্ভব নয়। তাই শিশুর বয়স এবং দেহের গঠন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে সামুদ্রিক মাছ ও মাছের তেল সপ্তাহে অন্তত তিনদিন খাওয়াতে চেষ্টা করুন।

কলাঃ কলা এমন একটি ফল, যাতে আছে প্রচুর পরিমাণে কলকারক কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা।

প্রাতরাশের কিছু সময় পর হালকা স্যাক্স হিসেবে একটি কলা খেলে আপনার বাচ্চাটি সকাল জুড়েই তার শক্তি ধরে রাখেতে পারবে। ফলে যে কোনও কাজে তার মনোযোগ দেওয়ার ক্ষমতাও বাড়বে। তাই টুকিটাকি স্ন্যাক্স হিসেবে সন্তানের ব্যাগে চিপস বা বিস্কিটের প্যাকেটের বদলে একটি কলা দিয়ে দিন।

শুকনো ফলঃ যেসব ফল শুকিরয়ে রাখা যায়, সেগুলিতে থাকে প্রচুর পরিমাণে আয়রন। এগুলি হল ব্যাপক শক্তির উৎস। তাই শিশুদের শুকনো ফল খাওয়ানোর অভ্যাস করতে হবে। তাহলে শিশুর মেধঘা বিকাশে অনেক প্রসারতা লাভ করবে। মাযেদের উচিত চকলেট খেতে না দিয়ে শুকনো ফল দেওয়ার অভ্যাস করানো। এতে শিশু সুস্থ ও ভালো থাকবে।

পনিরঃ ফ্যাটি কম, ফাইবার বেশি এই ধরনের খাদ্য গ্রহণেণ গাইডালাইন বড়দের জন্য, ছোটদের জন্য নয়। শিশুদের বর্ধিষ্ণু দেহের জন্য দরকার তুলনামূলক বেশি প্যাট ও কম শর্করা। এতে তারা দেহে বেশি শকিরত পায় বিভিন্ন করাজ অনেক ভালোভাবে করতে হবে।

বাদামঃ শিশুকে প্রতিদিনই কয়েকটি করে বাদাম খেতে দিন। কারণ বাদামে রয়েছে ভিটামিন, যা মস্তিষ্কের সমন্বয় সাধানের ক্ষমতা বাড়ায়। কাজুবাদাম, পেস্তা বাদাম, চিনাবাদাম সহ যে কোনও ধরনের বাদামই শিশুর মানসিক বৃদ্ধিতে সহায়ক।

কালোজামঃ কালোজামে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যা ক্ষতির হাত থেকে হার্ট ও মস্তিষ্কের বাঁচায়। একই সঙ্গে হার্টে রক্ত সঞ্চালন ও বাড়িয়ে দেয় এই ফলটি। তাই শিশুর প্রতিদিন ১-১টা কালোজাম খেতে দিতে চেষ্টা করুন।

লাল আপেলঃ আপেলের খোসায় রয়েছে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অ্যাক্সিডেন্ট। এছাড়া এতে রয়েছে এমন উপাদান, যা মস্তিষ্ককে ক্ষুরধার করার পাশাপাশি হৃদরোগের আশঙ্কা কমায়। আপেল অনেক শিশু খেতে ভালোবাসে, তাই শিশুকে আপেল খেতে দেবেন বেশি করে।

কুমড়ার বীজঃ কুমড়া যেন উপকারী, তেনমই এর বীজে রয়েছে নানা খনিজ ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, যা কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও মস্তিষ্কের ক্ষুরধার করে তোলে। সুতরাং কুমড়ার বীজ না ফেলে দিয়ে শিশুকে ভেজে দিতে চেষ্টা করবেন।

মধুঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত উপকারিতায় কোনও খাবার সম্ভবত মধুকে টেক্কা দিতে পারবে না। সব রোগের নিরাময় করতে মধু প্রয়োজন গয়। এতে রয়েছে নানা ধরনের ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, পটাশিয়াম, ফস, ফরাস, ম্যাগনেশিয়াম ইত্যাদি। হাঁট ও মস্তিষ্কের জন্যও মধু একই রকম প্রয়োজনীয়।

## ডাক্তার কেন মুখ লুকাবে?

সেদিন সকালে একজন পরিচিত ডাক্তারের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হচ্ছিল, যিনি এই করোনাকালে সামনের সারি থেকে রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। কথা শুনে বোঝাই যাচ্ছিল তিনি খুবই আপসেট হয়ে আছেন। অনেকক্ষণ আলাপের পর তিনি এর কারণ জানালেন। তাঁর করোনা টেস্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁর পরিবারের বাইরে প্রতিবেশী কাউকে জানাননি তাঁর আক্রান্ত হওয়ার কথা। তিনি একা একটি ঘরে আইসোলেশনে আছেন। ঘরের বাতি নিভিয়ে রাখেন, ফিসফিস করে ফোনে কথা বলেন যেন তাঁর ছোট ছোট ছেলেমেয়ে দুটি টের না পায় যে তাঁদের বাবা বাসায় আছে। টের পেলে তাঁদের কাছে আসা থেকে আটকে রাখা অনেক কষ্টের হবে।

আলাপের শেষে তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন, আমি যেন কাউকে এই সংবাদটি না জানাই। না জানানোর কারণটিও বললেন আমাকে। সামাজিকভাবে হেনস্তা হওয়ার ভয়। পত্রিকার খবর বলছে, নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় একজন ডাক্তার তাঁর পরিবারের ১৭ জন সদস্যসহ করোনা পজিটিভ হওয়ায় এলাকার লোকজন বাড়িতে ঢিল ছুড়েছে এবং বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

আমি ভাবতে বসেছি, করোনায় আক্রান্ত ডাক্তার কেন মুখ লুকাবেন!

১. বারবার ঘরে থাকতে বলার পরেও যিনি অকারণে বাইরে গিয়েছেন, মসজিদে নামাজ পড়ার জন্য ছুটে গিয়েছেন, জানাজায় শামিল হয়েছেন, বাজারের ভিড়-জনসমাগমে গিয়ে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং সর্বোপরি রোগের উপসর্গ লুকিয়ে, তথ্য গোপন করে ডাক্তারকে ঝুঁকিতে ফেলেছেন, তাঁর উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

২. নিজেরা সুরক্ষিত স্থানে বসে থেকে সরকারি যে কর্তৃপক্ষ, যে প্রতিষ্ঠান মানহীন মাস্ক সরবরাহ করেছে; ফটোসেশন করার জন্য, সংবাদমাধ্যমে কাভারেজ পাওয়ার জন্য যেসব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রেইনকোট কোয়ালিটির পিপিই সরবরাহ করে ডাক্তারদের মিথ্যা নিরাপত্তা দিয়ে করোনার মুখে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের উচিত লজ্জায় মুখ ঢাকা।

৩. যেসব কি-বোর্ড যোদ্ধা 'পিপিই'—এর দরকার কী?' 'পিপিই আর কিছু না, ডাক্তারদের কাজ না করার বাহানা' বলে বলে ডাক্তারদের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি করেছেন সুরক্ষা ছাড়াই সেবা দিয়ে যেতে এবং আক্রান্ত হতে, তাঁদেরই তো উচিত লজ্জিত হওয়া।

৪. চিকিৎসকেরা যখন পিপিইর অভাবে চরম ঝুঁকি নিয়ে রোগী দেখছেন, তখন যাঁরা ক্ষমতার জোরে পিপিইগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবে পরে ফটোসেশন করেছেন, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৫. দায়িত্বপূর্ণ চেয়ারে বসে থাকে যাঁরা আশ্বস্ত করার নামে বারবার 'প্রস্তুত আছি' রেকর্ড বাজিয়ে গেছেন, গ্যারান্টি দিয়ে বলেছেন করোনা কখনো বাংলাদেশে আসবে না, বেশি তাপমাত্রায় করোনা বাঁচে না, যাঁদের দেওয়া ভুল তথ্য চিকিৎসা দেওয়া ডাক্তারদের সতর্ক হওয়া থেকে বিরত রেখেছে, তাঁদের উচিত মুখ লুকানো।

৬. যে হাসপাতাল প্রশাসন কোভিড রোগীকে আলাদা করার জন্য হাসপাতালে ট্রিয়াজ তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছে এবং মাধ্যমে কর্মরত অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীর পাশাপাশি ডাক্তারকে অপ্রস্তুত অবস্থায় রোগীদের সামনে ফেলেছেন, সেই হাসপাতাল প্রশাসনের উচিত লজ্জিত হওয়া।

৭. করোনা ঠেকাতে 'টেস্ট টেস্ট টেস্ট'---এর যেখানে বিকল্প নেই, সেখানে টেস্ট করার সুযোগ সারা দেশে ছড়িয়ে না দিয়ে একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে আটকে রাখার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত যাঁরা নিয়েছিলেন, লজ্জিত হওয়ার কথা তাঁদের।

৮. রোগ ছড়ানো বন্ধ করতে সঠিক সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কলকারখানা, বিদেশ থেকে আসা ফ্লাইট, যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করার সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে যাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন, মুখ লুকানোর কথা তাঁদের।

৯. বিশ্বের কোনো দেশেরই যে রোগ থেকে চিকিৎসার মাধ্যমে লোকজনকে সারিয়ে তোলার সামর্থ্য নেই, সেই কোভিড---১৯---কে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে ঠেকানোর চেষ্টা না করে যেসব নীতিনির্ধারক সমস্ত চাপ সামর্থ্যহীন হাসপাতালের দিকে ঠেলেছেন, ডাক্তারদের শুধু অসহায়ই করে তুলেছেন, তাঁদের উচিত এই সময়ে মুখ লুকানো।

১০. ক্ষমতার কাছাকাছি থাকা যেসব যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ 'কোয়ারেন্টিন', 'আইসোলেশন', 'সামাজিক দূরত্ব'---এর মতো দুর্বোধ্য শব্দমালা ব্যবহার করে কোভিড বিষয়ে সাধারণ মানুষকে আরও অপ্রস্তুত, সিদ্ধান্তহীন করেছেন, পরোক্ষভাবে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছেন এবং প্রকারান্তরে হাসপাতালে চিকিৎসককে চাপে ফেলেছেন, মুখ লুকানোর দলে তো তাঁদের থাকা উচিত মজার ব্যাপার হচ্ছে, যাঁদের কথা বললাম, তাঁরা কেউই মুখ লুকিয়ে নেই। তাঁরা উচ্চকণ্ঠে চিকিৎসকদের ভুল ধরে বেড়াচ্ছেন, সেজেগুজে নিয়মিত টেলিভিশনে মুখ দেখাচ্ছেন, পত্রিকায় বিবৃতি দিচ্ছেন। লজ্জার লেশমাত্র নেই তাঁদের কারও চেহারায়।

কোভিড---১৯---এ আক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় সামনের সারিতে থাকা চিকিৎসক, আপনি তো হাসপাতালগুলোয় সীমাহীন লুটপাটের অংশীদার নন। হাসপাতালের অব্যবস্থাপনার দায় কোনোভাবেই আপনার ঘাড়ে পড়ে না। কোভিড—১৯ রোগীর সেবা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলে আপনি কেন মুখ লুকাবেন?

## শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে নিয়মিত

শিশুর বৃদ্ধি সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা জানতে হবে মিয়মিত। কারণ, ঠিকঠাক বৃদ্ধি না ঘটলে পিছিয়ে পড়বে শিশু। তাই সে বেড়ে উঠছে কি না জানতে হলো নিয়মিত শিশুর ওজন, উচ্চতা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেওয়া সর্বজন স্বীকৃত গ্রোথ চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। এতে বয়স অনুযায়ী ওঝন, উচ্চতা, মাথার পরিধি গ্রাফের সাহায্যে বানানো থাকে। ছেলে ও মেয়ে শিশুর জন্য আলাদা চার্ট আছে, যা দিয়ে সহজেই শিশুর বৃদ্ধি মাপা যায়। শিশু ভূমিষ্ঠেরপর প্রথম সপ্তাহে ওজন কমে এবং দু-তিন সপ্তাহে ওজন স্থির থাকে। এরপর ধীরে ধীরে ওজন বাড়তে থাকে। প্রথম তিন মাসে প্রতিদিন গড়ে ২৫-৩০ গ্রাম করে ওজন বাড়ে। পরবর্তী মাসগুলোতে আরেকটু কম হারে ওজন বাড়তে থাকে, ৩-১২ মাস বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে গড়ে ৪০ গ্রাম ওজন বাড়ে। ৬ মাস বয়সে শিশুর জন্মের সময়ের ওঝনের দ্বিগুণ হয়, এক বছরে ৩ গুণ, দুই বছরে ৪ গুণ, তিন বছরে ৫ গুণ, পাঁচ বছরে ৬ গুণ হয়। তবে জন্ম ওজনের পার্থক্যেবর কারণে এখই বয়সী দুটি শিশুর ওজনের কিন্তু তারতম্য ঘটতে পারে।

সঠিক পরিচর্যা ও পুষ্টি পেলে আবার স্বাভাবিক ওজনের পৌঁছে যায়। শিশু বিভাগের এক অধ্যাপক বলেন, ওঝন ও উচ্চতা নিয়মিত পরীক্ষা করা উচিত, তাহলে সহজেই বোঝা যায় শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঠিকভাবে হচ্ছে কি না। আবার যদি যথেষ্ট পরিমাণে উপযুক্ত খাবার দেওয়ার পরও তার ওজন না বাড়ে, তবে দেখতে হবে সেই খাবার পুষ্টিকর কি না। শিশু ঘন ঘন অসুস্থ হচ্ছে কি না। অসুস্থ অবস্থায় কম খেতে পারে এবং অসুখ সেরে গেলে আগের স্বাস্থ্য ফিরে পেতে তাকে অতিরিক্ত খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না। শিশুর প্রয়োজন মতো ভিটামিন 'এ' পাচ্ছে কি না। শিশু কৃমিতে আক্রান্ত হয়েছেথ কি না। যেভাবে নজর রাখতে হবে—জন্মের পর থেকে ২ বা ৩ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে শিশুর ওঝন নিতে হবে। যদি পরপর ২ মাস শিশুর ওজন না বাড়ে, তবে বুঝতে হবে তারকোন সমস্য আছে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য বয়স পূর্ণ হলে শিশুকে মায়ের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবর দিতে হবে।

সাধারণভাবে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে শিশুর ওঝন বাড়লে বুঝতে হবে শিশুর শরীর টিকমতো বাড়ছে, তার মানসিক বিকাশ যথাযথ হচ্ছে এবং তার মনেও সুস্থ আছে। অন্য শিশুর ওজনের তুলনায় নয়, নিজের ওজনের তুলনায় শিশুর ওজন বাড়া প্রয়োজন। ৬ মাসের কম বয়সের শিশুর ওজন ঠিকমতো না বাড়লে তাকে আরও ঘন ঘন বুকের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। পর্যাপ্ত পুষ্টি নিশ্চিত করার পরও যদি অবস্থার পরিবর্তন না হয় তবে চিকিৎশকের পরামর্শ নিতে হবে। অসুখ -বিসুষ কম বা অনপযুক্ত খাবার সেবাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাযত্নের অভাবে শিশুর শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। যেসব শিশু প্রথম ৬ মাস শুধু বুকের দুধ খায়, সে রোগব্যাধিতে খুব কম ভোগে। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি সব টিকা দেওয়া জরুরি। কারণ, টিকা রোগ ব্যাধি থেকে শিশুকে রক্ষা করে এবং তাকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার সাহায্য করে। শিশুদের পাকস্থলী বড়দের তুলনায় ছোট। তাই একেবারে অল্প পরিমাণে খাবার খেতে পারে। তাই ঠিকমতো বেড়ে ওঠার জন্য বলকারক খাবারের পাশাপাশি ঘন ঘন খেতে দিতে হবে। সারা দিনে ৫ থেকে ৬ বার।

মিশ্র অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের খাবার খাওয়ানো উচিত। নরম তরিতরকারি, ছো; মাছ, ডিম, ডাল, তেল, চিনি বা গুড় মেশাতে হবে এবং মৌসুমি ফলও খাওয়াতে হবে। এজন্য শিশুকে শুকনো বা হালকা খাবার যেমন ফল, রুটি, মোয়া, নাড়ু, বিস্কুট, বাদাম, কলসা অথবা হাতের কাছে যেসব পুষ্টিকর নিরাপদ খাবার পাওয়া যায়, সেগুলো ক্যায়ার ফাঁকে ফাঁকে দিতে হবে। আর যেসব শিশু বুকের দুধ খায়, তাদের বাইরে খাবার দেওয়ার আগে মায়ের বুকের দুধ কাওয়াতে হবে। তাহলে মায়ের বুকে অনেক দিন দুধ তাকবে। শিশুর বাড়তি শক্তির প্রয়োজন মেটাতে পরিবারের স্বাভাবিক খাবার অল্পে পরিমাণে ঘি, সয়াবিন তেল, নারকেল তেল, বাদাম তেল অথবা বাদামের গুঁড়ো মেশানো যেতে পারে, তা খাবার সমৃদ্ধ হয়।

## বিদেশি সবজি বাড়ায় স্বাদ

আমাদের দেশি সবজি মানে ট্যাঁড়শ, আলু, বেগুনের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম বিদেশি সবজিও এখানে পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণেই। আর এগুলি রান্নায় দিলে তার স্বাদ বাড়ে বই কমে না। আসুন এগুলির উপকারিতকাগুলো একবার দেখে নেওয়া যাক—

ব্রকোলি ঃ প্রথমেই বলতে হয় ব্রকোলি নাম। ফুলকপির মতো দেখতে হলেও পুরোটাই সবুজ আর ফুলকপির থেকে এর স্বাস্থ্যগুণও অনেকটা বেশি। হালকা ভেজে স্যুপ বা স্যালাডে দিয়ে কিংবা ন্যুডলসে অন্যতম উপকরণ হিসাবে এই সবজিটি ব্যবহার করা হয়। এই ব্রকোলিতে থাক প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এটি রক্তাল্পতা দূর করার সহায়ক। এককাপ সেদ্ধ করে কুচোনো ব্রকোলি থেকে াাপনি পাবেন ৪৫ কিলো ক্যালরি শক্তি। এছাড়া থাকে শর্করা, ভিটামিন, মিনারেলস যেমন ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেশিয়াম, ফলিক অ্যাসিড ইত্যাদি।

চাইনি ক্যাবেজ ঃ এগুলি দেখতে বাঁধাকপির মতো হলেও রংটা বেগুলি ঘেঁষা, তাই এগুলিকে নাম দেওয়া হয়েছে রেড ক্যাবেজ। এতে এমন কিছু উপাদান মজুদ যা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য বজায় রাখার সহায়ক। এতে থাকা লাইকোপেন নামক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়। এক কাপ রেড ক্যাবেজ ১.৭৮ গ্রাম প্রোটিন মজুদ। এ ব্যাতীতও এটি পটাশিয়অম,

ম্যাগনেসিয়াম, ফলিক অ্যাসিড। ভিটামিন ও সি এর দুর্দান্ত উৎস।

ক্যাপসিকামঃ আদতে বিদেশি হলেও এটা এখন দেশি সবজিরই অংশ হয়ে গেছে। ক্যাপসিকাম তিন রকমের হয় হলুদ, লাল ও সবুজ। এদের মধ্যে লাল ও হলুদ ক্যাপসিকামে পিটা ক্যারোটিন বেশি। এটি চোখ ভালো রাখে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বয়সজনিত রেটিনার রোগ ম্যাকউলার ডিজেনারেশ আটকায়। এর ভিটামিন সি ও লিউটেইন শরীরের হজমক্ষতা বাড়ায়, আথ্রাইটিসের রোগীরা খেলে উপকৃত হবেন। ১০০ গ্রাম ক্যালসিয়ামে ৪০ ক্যালরি শক্তি থাকে।

বেবি কর্ন ঃ বিদেশি সবজির নাম আসবে, আর সেখানে বেবিকর্নের নাম থাকবে না এমনটা হতে পারে না। এতে আছে ফ্রুক্টোজ, ফলে যেসব রোদীর রক্তে শর্করার পরিমাণ কম, তাঁরা এটি খেতে পারেন। এক কাপ। বেবিকর্নে ৭০ কিলো ক্যালরি রয়েছে। এছাড়া এর লৌহ, ক্যালসিয়াম, ভিটামিন এ সবকিছু চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে, হাড়ের স্বাস্থ্য মজবুত করার জন্য জরুরি।

মাসরুম ঃ সত্যি কথা বলতে কী মাশরুম এখন বঙ্গজীবনের অঙ্গ। রান্না করে, সেদ্ধ করে স্যুপ দিয়ে খান। মাশরুমের তরকারি খেতেও দুর্দান্ত। তবে কখনই এটি কাঁচা খাবেন না। এবং মাশরুম খেয়ে শরীরের কোনও অ্যালার্জি বের হচ্ছে কিনা সেটাও খেয়াল রাখুন। এক কাপ সেদ্ধ মাশরুমে কাঁচা মাশরুমের তুলনায় অনেক বেশি প্রোটিন থাকে। ২ গ্রামেরও বেশি। এছাড়াও পটাশিয়াম, ফসফরাস ও ভিটামিন ডি চোখের বালে ত্রারাখতে সাহায্য করে। তবে যাঁদের ইউরিক অ্যাসিডের সমস্যা রয়েছেথ তাদের মাশরুম না কাওয়াই ভালো।

উদয়পুর মহকুমার পূর্ব মির্জা বড়বাড়ি এলাকার জনজাতিদের দেবীবরণ সবার নজর কেড়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

# আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতার তীর্থস্থান : অমিত শাহ

পোর্টব্লেয়ার, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে স্বাধীনতার তীর্থস্থান আখ্যা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দেশের যুব সমাজের কাছ তাঁর আহ্বান, একবার হলেও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে আসুন। শনিবার নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আইল্যান্ড থেকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর অ্যাডমিরাল ডি কে জোশিও। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'বছরের পর বছর ধরে অনেক নেতার ভাবমূর্তি ক্ষুণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু, এখন সময় এসেছে ইতিহাসে তাঁদের যথাযথ স্থান দেওয়ার। যারা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের ইতিহাসে স্থান পাওয়া উচিত। এজন্য আমরা এই দ্বীপের নামকরণ করেছি নেতাজির নামে।' অমিত শাহ এদিন আরও বলেছেন, 'আমরা আজাদির অমৃত মহোৎসব ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫৪ তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করছি। আমরা যখন নেতাজির জীবনের দিকে তাকাই, আমরা উপলব্ধি করি যে তাঁর প্রতি অবিচার করা হয়েছে। তাঁর প্রাপ্য স্থান ইতিহাসে তাঁকে দেওয়া হয়নি।' যুবসমাজের কাছে আহ্বান জানিয়ে অমিত শাহ আরও জানান, 'আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ হল স্বাধীনতার তীর্থস্থান। আমি সমস্ত যুবসমাজের কাছে একবার হলেও আন্দামান ও নিকোবর দেখার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি।'

# কুমিল্লার ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.) : মহা অষ্টমীর দিন বাংলাদেশের কুমিল্লায় ঠাকুর ভেঙে পুকুরে ফেলে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে।

প্রাক্তন উপাচার্য তথা বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস ফেসবুকে বড় হরফে লিখেছেন, "ঘৃণা করুন কুমিল্লার বর্বরতার।" প্রতিক্রিয়ায় পল্লব ঘোষ লিখেছেন, "কাদের কাছ থেকে আশা করছেন? যারা কাশ্মীর থেকে মহারাষ্ট্র, কেরলা থেকে নোয়াখালী চোখে পরে না.... তাঁরা বাংলাদেশ কি ভাবে দেখবে।" স্বামী আদি দেবানন্দ, প্রভাস মুখার্জি প্রমুখ লিখেছেন, "ধিক্কার জানাই।" প্রভাত সরকার লিখেছেন, "ধিক্কারের ইনজেকশন থাকলে পেছনে পুশ করতে হবে ; ওপর থেকে মলমে কাজ হবে না।"

সুমিত সুর লিখেছেন, "বিসর্জনের আগেই উৎসবের প্রদীপ নিভছে বাংলাদেশে। এই লজ্জা আমাদের সবার। বড় বড় সম্প্রীতির ভাষন দেওয়া কাউকে মুখ খুলতে দেখলেন? ওরা মুখ খুলত যদি ধর্মটা উল্টো হত। আর হ্যাঁ বাংলাদেশে যারা মন্দির ভেঙেছে তারা সবাই বাংলাতেই কথা বলে।" পৃথক পোস্টে সুমিত লিখেছেন, "ধর্মের জন্য না হলেও, অন্তত মানুষ হিসেবে পাশে দাঁড়ান কুমিল্লার হিন্দুদের! ওরাও মানুষ। লজ্জা! কি ভীষন লজ্জা। এপার বাংলার মানুষ হলেও বাংলাদেশের এই ঘটনা দেখে সব অর্থহীন মনে হচ্ছে।

ছোটবেলায় ইতিহাস পড়তে সবচেয়ে বাজে লাগত। কিন্তু এখন আবার শুরু করেছি। যা বুঝেছি ঘৃণাটা ওদের রক্ত, মজ্জায় মিশে গেছে। আর সেটাকে সযত্নে লালন করেছে সেক্যুলারিজমের ধ্বজাধারীরা। তাই যতটুকু ঘৃণা ওদের, তার থেকে লক্ষ কোটি গুন বেশি ঘৃণা হওয়া উচিত ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার মুখোশধারীদের। ধর্ম যার যার, উৎসব সবার এসব ন্যারেটিভকে সরিয়ে রেখে আপাতত নিজের অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচা, তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করাই আশু কর্তব্য। কারন দুনিয়ার সবথেকে দ্রুততম বিপন্ন প্রজাতি এই মুহূর্তে হিন্দুরাই।

আমি কখনও নিজের ফেসবুক থেকে এই ধরনের লেখালিখি করিনা। কিন্তু আজ আর পারলাম না। ওরা আমার ভাই, আমার বোন, স্বজাতি। এটুকু অনুরোধ রইল, ধর্মের নামে যারা মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, মানবতার নামে অন্তত কুমিল্লার অত্যাচারিত হিন্দুদের পাশে দাঁড়ান। অন্যের ঘর পুড়লে দেখতে ভালো লাগে। মনে রাখবেন পরবর্তী ঘরটা আপনারও হতে পারে !"

উদয় দাশগুপ্ত লিখেছেন, "বাংলাদেশে কোন মন্দিরে দুর্গার পায়ের কাছে কুরআন শরীফ রাখার সাহস বা ইচ্ছে কোন হিন্দুর হবে এটা অবিশ্বাস্য! অথচ এই রটনার উপর ভিত্তি করে গতকাল কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, চাপাইনবয়াবগঞ্জ সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মন্দিরে হামলা চালানো হলো এবং হতাহতের মতো ঘটনা ঘটলো এটা খুবই দুঃখজনক এবং উদ্বেগের বিষয়! যে কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনার জন্য আইনি পদক্ষেপের সুযোগ রয়েছে, তা সত্বেও দুর্গপুজোর অষ্টমীর দিনে এমন ঘটনা বড় কোন ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়! সব বিষয়টির স্বচ্ছ তদন্ত হোক, প্রকৃত ঘটনা উন্মোচিত হোক এবং দোষীদের শাস্তি হোক! কিন্তু এটা খুবই দুঃখজনক সত্যি যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর কোন হামলার কোন বিচার এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি! এ কারণেই বারংবার এমন পরিকল্পিত দুর্ঘটনা ঘটছে এবং ঘটেই চলেছে!"

উদয়বাবুর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় স্বপন কুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন, "সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, হয়রানি, ধর্ম পালনে বাঁধা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার হতে বঞ্চিত এসব কিছুর তীব্র প্রতিবাদ জানাই। মাননীয়া প্রধানমন্ত্রীর নিকট বিনীত আবেদন সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকার ভোগের বিষয়টি নিশ্চিত করুন।" প্রদীপ রঞ্জন দাশগুপ্ত লিখেছেন, "এইরকম ঘটনা এ দেশেও হয়ত বা হবে কোনদিন-কবে? তা বলবে সময় -যা সবার চাইতে বলবান।" অনুপ্রিয়া হালদার লিখেছেন, "যারা অন্য ধর্মের প্রতি সম্মান দেখাতে পারেনা তারা নিজেদের ধর্মকেও সম্মান করে না।"

তানিয়া চৌধুরী লিখেছেন, "প্রতিবার দুর্গা পুজোর সময় এরকম ঘটনা উঠে আসে বাংলাদেশ থেকে। এসব বর্বরতা সত্যিই মাঝে মাঝে বিদ্বেষ জাগায় মনে। তারপর ভাবি, কার ওপর রাগ করবো? কাকে ঘেন্না করবো? পাশের পাড়ায় যে মেয়েটার সাথে একসাথে টিউশন পড়েছি তাকে? স্কুলে যার টিফিন ভাগ করে খেয়েছি তাকে? আমার বাবার অ্যাকসিডেন্টে যিনি দিনরাত খোঁজ নিয়েছেন তাঁকে? যে ছেলেটা নিজে থেকে আমাদের বাড়ির বাজার করে দিয়েছে চরম অসহায়তার সময়, তাকে? যার বাড়িতে ঈদের দাওয়াত খেতে গেছি, তাকে? আমার রুমমেটদের? নাকি আমার রামায়ণ পড়ার সুবিধার জন্য যারা তাদের কোরআনের স্টান্ডটা আমাকে দিয়েছিল তাদের?

আর যারা এই অসভ্যতা গুলো করেন, তারা কী করতে চাইছেন? আমাদের দেশে তো মুসলিমরাও পুজোয় নতুন জমা পরেন, কালীপুজোর পরেরদিন সকালে দাঁড়িয়ে থেকে প্রসাদ খেয়ে, কিছুটা নিয়ে যান বাড়ির লোকের জন্য। একটু ভেবে দেখুন তো, আপনাদের কি কোনো হিন্দু বন্ধু নেই? তারা কোনোদিন আপনার মনে ভালোবাসা,মায়া জাগাতে পারেনি? আর ধর্ম কি এতই সস্তার জিনিস, যে একটুতেই ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে? যদি তাই হয়, তাহলে অমন ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কারণ, দিনের শেষে আল্লাহর আরাধনা ভগবানের কাছে যায় আর ভগবানের পুজোটা আল্লাহর পায়ে যায়।"

শ্রেয়া বিশ্বাস লিখেছেন, "মায়ের বরণের আগে এমন লজ্জাজনক ঘটানার জন্য যারা দায়ি এদের হাত ও আইন এর আওতায় এনে এভাবে ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া হোক।" স্বপ্নীল চক্রবর্তী লিখেছেন, "যে দেশে পুজো শুরু হয় প্রতিমা ভাঙার মধ্যে দিয়ে সে দেশ অসাম্প্রদায়িক হয় কীভাবে? ধর্ম যার যার,উৎসব শুধু নির্দিষ্ট কিছু মানুষের,ব্যাপারটা এমন। ছবির ঘটনাটি চট্টগ্রামের কোতোয়ালির, একদম শহরের প্রানকেন্দ্রেই।" রূপান চন্দ্র লিখেছেন, "যে দেশের অধিকাংশ মানুষ মানুষ মনে করে হিন্দু ধর্ম বলতে কিছু নাই সে দেশ থেকে কি আশা করেন? যখন কেউ বলে অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে তখন ইচ্ছা করে তার মুখে বমি করে দিই।

## ৩-দিনের সফরে নানা কর্মসূচি বিদেশমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): রবিবার, ১৭ অক্টোবর ৩-দিনের সফরে ইজরায়েল যাচ্ছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ৩-দিনের এই সফরে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা (এনএসএ) এবং সে দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করবেন এস জয়শঙ্কর। গত সপ্তাহেই কিরগিজিস্তান, কাজাখস্তান ও আর্মেনিয়া গিয়েছিলেন এস জয়শঙ্কর।

শনিবার বিদেশ মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার, ১৭ অক্টোবর ৩-দিনের সফরে ইজরায়েল যাবেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ইজরায়েল সফরে গিয়ে সে দেশের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট, বিদেশমন্ত্রী ওয়াই লাপিদ ও জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এয়াল হুলাতার সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

# নর্দমায় উপুড় হয়ে পড়ে যুবকের নিথর দেহ, ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায়

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : একাদশীর সকালে বরানগরে চাঞ্চল্য। নর্দমার উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে যুবকের নিথর মৃতদেহ। বিলাসবহুল এক আবাসনের সামনে শনিবার সকালে এক যুবকের নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গিয়েছে, মৃতের নাম জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৮)। পেশায় তিনি কাপড়ের দোকানের কর্মচারী ছিলেন। তবে আপাতত তাঁর কোনও কাজ ছিল না। এদিন সকালে বরানগরের সিদ্ধা অ্যাপার্টমেন্টের পিছনে নর্দমার উপর পড়ে থাকতে দেখা যায় ওই ব্যক্তিকে। বরানগর পুরসভার নবীনচন্দ্র দাস লেনে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তিনি। প্রাথমিক তদন্তের পর জানা গেছে সম্প্রতি ওই যুবকের দিদি মারা গিয়েছিলেন। তাঁর ঘাট কাজ ছিল শনিবার। কিন্তু তার আগের দিন দশমীর রাতেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গতকাল বাড়িতে অশান্তির পর বেরিয়ে গিয়েছিলেন জয়। তারপর আর ফেরেননি। সকালেই স্থানীয়দের চোখে পড়ে মর্মান্তিক এই দৃশ্য। খবর দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে হাজির হয় বরানগর থানার পুলিশ। কামারহাটি মেডিসিন অফ সাগরদত্ত মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে ওই মৃতদেহটিকে।

# উত্তরপ্রদেশের ২ জেলায় দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সময় একাধিক দুর্ঘটনা, মৃত ৪

লখনউ, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের সময় প্রতাপগড় ও প্রয়াগরাজ উত্তরপ্রদেশের এই দুই জেলায় মারা গিয়েছেন চারজন। শনিবার উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, প্রতাপগড়ের কাইথোলা গ্রামে দুর্গাপ্রতিমা ভেঙে পড়লে ২৪ বছরের এক যুবক নিহত হন। আহত হন আরও তিনজন। মৃতের নাম অঙ্কুর সিং। আহতদের নাম অভয় কুমার, আকাশ এবং অনুজ কুমার।

অপর একটি ঘটনায় শুক্রবার প্রতাপগড়ে গুড্ডু সরোজ নামে এক ২৬ বছরের যুবক প্রতিমা বিসর্জনের সময় নদীতে ডুবে যান। ২৬ বছরের ওই যুবক অঞ্জনী সেতুর কাছে বকুলাহি নদীতে প্রতিমা বিসর্জন দিতে গিয়েছিলেন। পুলিশ তাঁর দেহ নদী থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। প্রয়াগরাজ জেলায় কালিকাপুর গ্রামে প্রতিমা বিসর্জনের সময় সুশীল কুমার সোনকার নামে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। ২১ বছরের ওই যুবক করণতারা দীঘিতে ডুবে যান। পুলিশের ডাইভাররা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। চিকিতসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। অপর একটি ঘটনায় প্রয়াগরাজে গঙ্গাপুর গ্রামে আশিস যাদব নামে এক কিশোর গঙ্গায় ডুবে যায়। শুক্রবার বিসর্জনের সময় ছত্তিসগড়ে মারা যান একজন।

বিজয়া দশমীর বিকালে যশপুর জেলায় প্রতিমা বিসর্জন দেওয়ার জন্য একটি শোভাযাত্রা অগ্রসর হচ্ছিল নদীর দিকে। আচমকাই তার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি মেরুন রং-এর জাইলো গাড়ি। তার ধাক্কায় এক যুবক মারা যান। আহত হন অন্তত ২০ জন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম গৌরব আগরওয়াল। বয়স ২১। তাঁর বাড়ি ছিল যশপুরের পাথলগাঁওতে।

# সিংঘুতে শ্রমিককে খুনে অভিযুক্তের আত্মসমর্পণ, ৭-দিনের পুলিশ হেফাজত

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সিংঘু সীমানায় (যে স্থানে আন্দোলন চলছে কৃষকদের) শ্রমিক লখবীর সিংকে খুনের দায় স্বীকার করে শনিবার পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করল অভিযুক্ত। পুলিশ সূত্রের খবর, আত্মসমর্পণকারী যুবকের নাম সর্বজিৎ সিং। তিনি শিখদের নিহং গোষ্ঠীর একটি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত। পুলিশকে সর্বজিৎ জানিয়েছেন, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবমাননা করেছিলেন লখবীর। তাই তাঁকে "মৃত্যুদণ্ডের" সাজা দেওয়া হয়েছে। শনিবার সর্বজিৎকে আদালতে তোলা হয়, তাকে ৭-দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।

শুক্রবার ভোরে দিল্লি-হরিয়ানা সিংঘু সীমানার কুণ্ডলী এলাকায় কৃষক আন্দোলনের মঞ্চের অদূরে লখবীরের হাত-পা কাটা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। দেহটি পুলিশের ব্যারিকেডে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কাটা হাতটি বেঁধে দেওয়া হয়েছিল দেহের পাশে। শিখদের নিহং গোষ্ঠীর নির্ভইর খালসা উডনা দলের নেতা বলবিন্দর সিং সংগঠনের তরফে খুনের দায় স্বীকার করে শুক্রবার জানান, পবিত্র ধর্মগ্রন্থ অবমাননার জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে লখবীরকে। কাজ খুঁজতে পঞ্জাবের তরণ তারণ জেলার চিমা কালান গ্রাম থেকে দিল্লি পাড়ি দিয়েছিলেন লখবীর। লখবীরের দিদি রাজ কৌর জানিয়েছেন, "ভাই শ্রমিকের কাজ করত। কিন্তু বেশ কিছু দিন কাজ পায়নি। তাই গত ৬ অক্টোবর আমার কাছ থেকে ৫০ টাকা নিয়ে চিমা কালান থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরে চববলে গিয়েছিল কাজের খোঁজে।'

## ভারী বৃষ্টিতে ভিজল কেরল

# ইদুক্কি-সহ পাঁচটি জেলায় জারি লাল সতর্কতা

তিরুবনন্তপুরম, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ফের বৃষ্টির দুর্যোগের পূর্বাভাস কেরলে। কেরলের পাঁচটি জেলায় জারি করা হয়েছে ভারী বৃষ্টির লাল সতর্কতা। এছাড়াও সাতটি জেলায় জারি করা হয়েছে হলুদ সতর্কতা। পত্তনমতিট্টা, কোট্টায়াম, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি ও ত্রিশুর জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, আলাপুঝা, পালাক্কড়, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড় ও ওয়ানাড জেলায়উ শনিবার আবহাওয়া দফতর-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পত্তনমতিট্টা, কোট্টায়াম, এর্নাকুলাম, ইদুক্কি ও ত্রিশুর জেলায় জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা এবং তিরুবনন্তপুরম, কোল্লাম, আলাপুঝা, পালাক্কড়, মালাপ্পুরম, কোঝিকোড় ও ওয়ানাড জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেঘাছন্ন ছিল তিরুবনন্তপুরম। সকাল থেকে দফায় দফায় বৃষ্টি হয় কেরলের রাজধানীতে। আগামী ২০ অক্টোবর অবধি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে তিরুবনন্তপুরমে। এদিনই বৃষ্টি শুরু হয়েছে কেরলের অন্যান্য জেলাতেও। ভারী বৃষ্টি হয় কোট্টায়াম জেলায়। জেলার কাঞ্জিরাপল্লীতে বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে যায়। আগামী ২০ অক্টোবর পর্যন্ত কেরলের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

# শনিতে গরহাজির, জ্যাকলিনকে ১৮ অক্টোবর হাজিরার নির্দেশ ইডি-র

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): সুকেশ চন্দ্রশেখর মামলায় শনিবার এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-র দফতরে হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডিজের। কিন্তু, ব্যক্তিগত অনিবার্য কারণে এদিন ইডি-র দফতরে হাজিরা দেননি তিনি। তাই জ্যাকলিনকে আগামী সোমবার, ১৮ অক্টোবর ইডি-র দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। শনিবার ইডি-র পক্ষ থেকে এমনটাই জানা গিয়েছে।

কয়েক হাজার কোটি টাকার তোলাবাজির মামলায় অভিযুক্ত জালিয়াত সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে ইডি। ইতিমধ্যেই (গত বৃহস্পতিবার) অভিনেত্রী নোরা ফতেহিকে জেরা করেছেন ইডি-র আধিকারিকরা। শনিবার হাজিরা দেওয়ার কথা ছিল জ্যাকলিনের। কিন্তু, ব্যক্তিগত কারণে এদিন তিনি হাজিরা। তাই আগামী সোমবার ডাকা হয়েছে। জালিয়াতি করে সুকেশ চন্দ্রশেখর টাকা বিদেশে পাচার করে তা সেখানে ইনভেস্ট করছে, এমনটাই প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে ইডি। কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে আগেই সুকেশ এবং তাঁর স্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, জালিয়াতি, তোলাবাজির মতো অভিযোগ রয়েছে স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে।

# ৩-দিনের সফরে আজ অযোধ্যায় মোহন ভাগবত, রামলাল্লার দর্শন করবেন সঙ্ঘ প্রধান

লখনউ, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): তিন-দিনের সফরে রবিবার অযোধ্যায় আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আব. এসএস) - এব. সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। এই সফরে এসে ৮ অক্টোবর কারসেবকপুরমে সঙ্ঘের পাঁচ-দিনব্যাপী সর্বভারতীয় শারীরিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের উদ্বোধন করবেন তিনি। আগামী ২৩ অক্টোবর সমাপণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবালে।

আরএসএস-এর স্বয়ংসেবকদের শারীরিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অযোধ্যায় পাঁচ-দিনের সর্বভারতীয় শারীরিক প্রশিক্ষণ ক্লাসের আয়োজন করা হচ্ছে। এতে গোটা দেশ থেকে সঙ্ঘের শারীরিক শিক্ষার সাথে যুক্ত প্রায় ৫০০ কার্যকর্তা অংশ নেবেন। অযোধ্যায় তিন-দিনের এই সফরে রামলাল্লার পূজার্চনা করবেন সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। এছাড়াও বজরংবলীর আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য হনূমানগঢ়ি যাবেন। উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে সহ সরকার্যবাহ রামদত্ত চক্রধরের।

# বিজয়ার স্মৃতি ১ "বদলে গিয়েছে বিজয়ার চালচিত্র": নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্য

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি. স.) : "বিজয় দশমী-র ঘরানাটা একদম বদলে গিয়েছে।" সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া মহালয়ার ত্রয়ীর অন্যতম বাণীকুমারের পুত্র অশীতিপর নৃসিংহকুমার ভট্টাচার্যর।

স্মৃতি নিয়ে 'বাণীকুমার ভবন'-এ অবসর কাটাচ্ছেন নৃসিংহবাবু। কেষ্টপুর থেকে বাগুইমাটি যেতে ডানদিকে ঢুকে সোজা কিছুটা গিয়ে একটা ছোট মোড় জোড়াখানা। এর পর বাঁদিকে বাঁক নিয়ে কিছুটা আঁকাবাঁকা পথে এগিয়ে চণ্ডীবেড়িয়া তরুণ সপ্তা। অদূরে 'বাণীকুমার ভবন'। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য (২৩ নভেম্বর, ১৯০৭ ১৫ আগস্ট, ১৯৭৮) বাণীকুমার নামেই পরিচিত। পঙ্কজকুমার মল্লিক ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের সমসাময়িক। ছিলেন বিশিষ্ট বেতার সম্প্রচারক, গীতিকার, প্রযোজক ও নাট্য পরিচালক।নৃসিংহবাবুর কথায়, আমার জন্ম হয়েছিল দমদমে। কয়েক বছর পর বাবা চলে আসেন বাগবাজারে। বাগবাজারে একটা বড় দুর্গাপুজো হত। ওটা দেখতে যেতাম। পুজোর পর বিসর্জন হলে বড়দের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতাম। ওঁরা আমাদের আশীর্বাদ করতেন। অনেকে আসতেন বাড়িতে। প্রণাম, কোলাকুলি হত। সেই সঙ্গে খাওয়াদাওয়া। আমরাও আত্মীয়দের এবং পাড়ায় কারও কারও বাড়িতে যেতাম। বেশ একটা অন্য পরিবেশের মধ্যে কাটত পুজোর পরের এই আবহটা।

আলোচনার মাঝেই পিতৃস্মৃতিতে ফিরে এলেন। বললেন, মন উদাস করে দেয়। ফিরে যাই অতীতে। কত স্মৃতি! গত শতকের ছয়ের প্রথম দিকে গার্স্টিন প্লেসের রেডিওর পুরনো বাড়িতে মহালয়ার রেকর্ডিং দেখতে গিয়েছি। বাবা কন্টোলরুমে বসে সব নিয়ন্ত্রণ করতেন। বড় পানদানি রোজ রেডিওর অফিসে নিয়ে যেতেন। প্রায় ১০০টা পানপাতা থাকত। সহকর্মীদের অনেককে বিলি করতেন। নৃসিংহকুমারবাবুর কথায়, কালের নিয়মে অনেক কিছুর মত বিজয়া দশমীর ঘরানাও বদলে গিয়েছে। শুভেচ্ছা বিনিময়ের জন্য এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়া আর কোলাকুলির প্রচলন এমনিতেই কমে গিয়েছিল। আর করোনাকালে তো এক্কেবারে তা উঠেই গেল। সব মিলিয়ে বেমালুম বদলে গিয়েছে বিজয়ার চালচিত্র।

## ২৪ ঘন্টায় টিকা পেলেন মাত্র ৮-লক্ষ প্রাপক

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): বিগত ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই কম টিকাদান হল ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন মাত্র ৮.৩৬-লক্ষ প্রাপক। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৯৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ০৪৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ৮ লক্ষ ৩৬ হাজার ১১৮ জনকে।

ভারতে ৫৮.৯৮-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৫ অক্টোবর সারা দিনে ভারতে ৯,২৩,০০৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫৮,৯৮,৩৫,২৫৮-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৯,২৩,০০৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৯৮১ জন।

## বালিগঞ্জে সেনা ক্যাম্পে জওয়ানের রহস্য-মৃত্যু

কলকাতা, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): বালিগঞ্জে সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে রহস্যজনক মৃত্যু হল একজন জওয়ানের। ক্যাম্পের জঙ্গল থেকে গলায় তার জড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হয় ওই জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ। মৃতের নাম অশোক গারাগাদ। তাঁর বাড়ি কর্ণাটকে। শুক্রবার রাতে সেনা ক্যাম্পের জঙ্গল থেকে ওই জওয়ানের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে বালিগঞ্জ থানার পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, দেহের কাছ থেকে মিলেছে হিন্দিতে লেখা সুইসাইড নোট। পুলিশ সূত্রে খবর, বছর ৩৬-এর ওই জওয়ান উত্তরবঙ্গে কর্মরত ছিলেন। বদলির পর ৫ অক্টোবর কলকাতায় আসেন তিনি। সুইসাইড নোটটি কার লেখা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

## পর্যটকদের আগমণে খুশি ভূস্বর্গ

শ্রীনগর, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে কাশ্মীরে। ভূস্বর্গে এই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে কোভিডের প্রকোপ। করোনা- কমতেই ছন্দে ফিরছে কাশ্মীর। শ্রীনগর-সহ কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে ভিড় বাড়ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকদের। শ্রীনগরের প্রায় সমস্ত হোটেলেই আগামী ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত হোটেল বুকিং হয়ে গিয়েছে। ডাল লেকে প্রতিদিনই বাড়ছে পর্যটকদের আগমণ। সবমিলিয়ে খুশি ভূস্বর্গ।

# বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বিদ্যুতের খুঁটির ব্যবস্থা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** আজ রাণীরবাজার গীতাঞ্জলি হলে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে মোট সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয় করে ৪৬ জন সুবিধাভোগীদের মধ্যে তাদের পাড়ায় বিদ্যুতের খুঁটি পৌঁছে দিয়ে বিনামূল্যে বিদ্যুতের সংযোগ প্রদান করলেন ১০-মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। এছাড়াও বাম আমলে শুধু বিরোধী দল করার কারণে আক্রোশের শিকার ও প্রশাসনিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত ২০ জন যুবকদের মধ্যে অটো গাড়ীর পারমিট প্রদান করে তাদের পরিবারকে নিয়ে মাথা তোলে বাঁচার মতো ব্যবস্থা করে দিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমার পূর্বসূরী প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে নিজের হাতে 'পরিবহণ ও বিদ্যুৎ দপ্তর' থাকা সত্বেও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পরায়ণ মানসিকতা ও আক্রোশের বশবর্তী হয়ে এলাকার গরীব অংশের মানুষদের জন্য কতটা উন্নয়ন( ! ) করেছেন এটা দেখে আপনারা সহজেই আন্দাজ করতে পারেন।

# করোনার প্রকোপ নিম্নমুখী ভারতে

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে কোভিডের প্রকোপ ক্রমেই নিম্নমুখী, কমছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার ৯৮১ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ১৬৬ জনের। শুক্রবার সারাদিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ১৭,৮৬১ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে মোট সুস্থতার হার ৯৮.০৮ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ২,০১,৬৩২ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,০৪৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ১৫,৯৮১ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ৫৩ হাজার ৫৭৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.৫৯ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে ৯৭.২৩-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৯৭ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৭ হাজার ০৪৫ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

# মহাদেব দিঘির জলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৬ অক্টোবর।।** গত বৃহস্পতিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ উদয়পুর পুরপরিষদের অন্তর্গত মহাদেব দিঘির জলে একটি মৃতদেহ ভেসে ওঠে। মৃত ব্যক্তির নাম বলরাম সুরবে ওরফে পাপ্পু। পেশায় মিষ্টি দোকানের কারিগর। বয়স ৪৪বৎসর, অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক দীর্ঘ দিন ধরে উদয়পুর বন্দোয়ার ড্রপগেইট এলাকায় বসবাস করতেন। মাত্রাতিরিক্তি মদ খেতেন বলে ওনার স্ত্রী ও মেয়ে একবার এক মুসলিম যুবকের সাথে বিবাহ হয়। পরবর্তীতে ঐ মহিলাকে বুঝিয়ে আবার ঘর সংসার শুরু করে। কিন্তু চরিত্রের পরিবর্তণ না হওয়ায় মহিলা বছর খানেক ধরে উদয়পুর চন্দ্র সাগরের উত্তর পাড়ে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। গত মঙ্গলবার মিষ্টি দোকানের মালিকের সাথে মদ খাওয়া নিয়ে ঝগড়া করে ঐ দোকানে কাজ করবেন না বলে চলে আসেন। মিষ্টি দোকানের পাশে একটি রেস্টুরেন্টের দোকানে কাজ করেন গত বুধবার। বৃহস্পতিবার সকালে আকণ্ঠ মদ্যপান করে ওনার পুরানো পরিচিত এলাকা ড্রপগেইট সবার সাথে দেখা করে সাইকেলে মহাদেব দিঘির পাড়ে আসেন স্নান করার জন্য। শরীরের পোষাক খুলে মহাদেব দিঘিতে স্নান করতে নেমে আর জল থেকে উঠতে পারেন নি। উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের খবর দিলে, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ওনাকে প্রথমে উদয়পুর মহকুমা হাসপাতাল নিয়ে যান , সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন, পরবর্তীতে ওনার দেহ টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। শুক্রবার পোষ্টমর্টমের পর ওনার দেহ সৎকার করা হয়। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন , রাধাকিশোরপুর থানার কেস নং ৩৮/২০২১ তদন্তকারি অফিসার নিযুক্ত হয়েছেন এ এস আই সনিত দাস। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

# বিলোনীয়ায় পূজা দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ অক্টোবর।।** গত বৃহস্পতিবার বিকেলে দক্ষিণ ত্রিপুরা বিলোনিয়া শহরে আয়োজিত- দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন ক্লাবগুলোতে পূজা পরিক্রমা পাশাপাশি দর্শনার্থীদের সাথে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং উনার জায়া নীতি দেব সহ উপস্থিত ব্যক্তিত্বরা। দুজনের এরূপ পুজো সফরকে ঘিরে বিলোনিয়া বিদ্যাপীঠ ময়দানে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য উপস্থিত ছিলেন- বিলোনিয়া বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক, জেলাশাসক সাজু ওয়াহিদ ,মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস, বিলোনিয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার, প্রাক্তন কাউন্সিলর অনুপম চক্রবর্তী সহ আরো অন্যান্য ব্যক্তিত্বরা। আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা শেষে বিলোনিয়া শহরের বুকে আয়োজিত দুর্গোৎসবে সকলকে সাথে নিয়ে ইউথ স্কোয়ার ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার, ওরিয়ান্টাল ক্লাব, ইয়ুথ ক্লাব ,ব্লাড মাউথ ক্লাব, ইউনিটি ক্লাব সহ যোগমায়া কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে পুজোর মেজাজে ভ্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া সহ উপস্থিত অন্যান্যরাও।

# সোনিয়া

● **প্রথম পাতার পর**

রাজনৈতিক মহল। কিছুদিন আগেই দলের স্থায়ী সভাপতি নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বল। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ দ্রুত বৈঠক ডাকার আবেদন জানিয়ে সনিয়াকে সম্প্রতি একটি চিঠিও লিখেছিলেন।

২০১৯-এ লোকসভা নির্বাচনে পরাজয়ের ভরাডুবির পর দলের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন রাহুল গান্ধী। তার পর থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সনিয়া গান্ধী। কপিল সিব্বল, গুলাম নবি আজাদের মতো বিক্ষুব্ধ নেতারা সভাপতি হিসেবে স্থায়ী কাউকে চেয়ে বার বার সংবাদ মাধ্যমের সামনে মুখ খোলেন।

আজ শনিবার কার্যকরী সমিতির বৈঠকে প্রারম্ভিক ভাষণে তাঁদের উদ্দেশ্যে কড়া বার্তা দিলেন সনিয়া। সূত্রের খবর, নেত্রীর এমন কড়া মনোভাব আঁচ করে সুর নরম করেন বিক্ষুব্ধরা। গুলাম নবি আজাদ বলেন, সনিয়া গান্ধীজির প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে এবং কেউই তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছে না।

২০২২-এ একাধিক রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন প্রসঙ্গে সনিয়া বলেন, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রস্তুতি কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে। নিঃসন্দেহে আমরা অনেক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু যদি আমরা সংঘবদ্ধ থাকি এবং এককভাবে দলের স্বার্থে মনোনিবেশ করি, তাহলে আমি নিশ্চিত যে আমরা ভাল করব। দলগত ঐক্য নিয়েও এ দিন মুখ খোলেন কংগ্রেসের অন্তর্বর্তী সভানেত্রী। সনিয়া বলেন, দলের সকলেই কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন চায়। তবে সেজন্য সবার আগে প্রয়োজন দলগত ঐক্য। দলের প্রয়োজনীয়তাকেই অগ্রাধিকার হিসেবে গণ্য করতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা, এর জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা।

# তিপ্রা মথা

● **প্রথম পাতার পর**

কোনও তফাত নেই। আক্ষরিক অর্থে উভয় দাবি একই দিশায় রয়েছে। তিনি বলেন, আইপিএফটির নেতাদের গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবিকে সমর্থন করার আর্জি জানিয়েছি। কারণ, একই আওয়াজে এই দাবি উঠুক আমরা চাইছি। তাঁর কথায়, আগামী ২৩-২৪ অক্টোবর তিপ্রা মথা দিল্লি যাবে। প্রায় ১০০০ কর্মী সমর্থকদের নিয়ে যন্তরমন্তরে গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ডের দাবি আন্দোলনে নামছি আমরা। এখন আইপিএফটিও আমাদের ওই আন্দোলনে শামিল হোক, সে বিষয়ে আজ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর কাছে তিপ্রাল্যান্ডের দাবি তিপ্রামথা কিংবা আইপিএফটির ব্যানারে হোক চাইছি না। বরং একতার প্রশ্নে তিপ্রাসা এই দাবি পেশ করুক। তিনি বলেন, তিপ্রা মথা দিল্লিতে তিনদিন আন্দোলন করবে। তাই আইপিএফটি কীভাবে আমাদের সাথে যুক্ত হবে তা তাঁরা দলের নেতাদের সাথে আলোচনা করে স্থির করবেন। সেই মতো আগামীদিনের রূপরেখা স্থির হবে।

আইপিএফটি সাধারণ সম্পাদক তথা জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, তিপ্রাল্যান্ডের দাবির পক্ষে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি গঠনে আমরা ঐকমত্যে পৌঁছেছি। আইপিএফটি এবং তিপ্রা মথা সম্মিলিতভাবে দিল্লিতে আন্দোলনে শামিল হবে, উভয় দল মনস্থির করেছে। তিনি জানান, আগামী ২/৩ দিনের মধ্যেই কমিটি গঠিত হবে, এমনটাই স্থির হয়েছে।

# রাজ্যের সর্বত্রই চলছে প্রতীমা নিরঞ্জন প্রক্রিয়া

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** রাজ্যের সর্বত্রই প্রতীমা বিসর্জন প্রক্রিয়া চলছে। রাজধানী আগরতলা শহরের কয়েকটি প্যান্ডেলে শনিবারও প্রতীমা রয়েছে। দর্শনার্থীরা প্রতীমা প্যান্ডেল ঘুরে দেখেন। এদিকে, আগামীর প্রত্যাশা জাগিয়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সাঙ্গ হল তেলিয়ামুড়ায় মায়ের ভাসান পর্ব। ভাসান পর্বকে শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত করতে প্রশাসনের তরফ থেকে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের মতো তেলিয়ামুড়া ও শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত হয়েছে প্রতিমা বিসর্জন।শুক্রবার তেলিয়ামুড়া ভগৎ সিংস্থিত মিনি স্টেডিয়ামে শত শত মানুষের পদচারণায় উৎসব মুখর হয়ে উঠে স্টেডিয়াম প্রাঙ্গণ। মা''কে বিদায় জানাতে বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, এবং সার্বজনীন উদ্যোক্তারা তাদের নিজ নিজ প্যান্ডেল থেকে সারিবদ্ধ ভাবে খোয়াই নদীর জলে ভাসান করতে উপস্থিত হয়। এ প্রসঙ্গে বিধায়িকা কল্যাণী রায় বলেন, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। পুজোর দিনগুলিতে ছোট ছোট এক-দুইটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটলেও শান্তিপূর্ণভাবেই সমাপ্ত হয়েছে এবছরকার শারদীয়া দুর্গোৎসব। বিধায়িকা রাজ্যবাসী তেলিয়ামুড়া বাসীর মঙ্গল কামনা করেছেন।

এ দিন যাতে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা না হয় তার জন্য বিধায়িকা সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একটানা মাঠেই উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়া তিনি নদীর ঘাট সহ মাঠের আশপাশ সরোজমিনে ঘুরে দেখেন।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

# জরুরী পরিষেবা

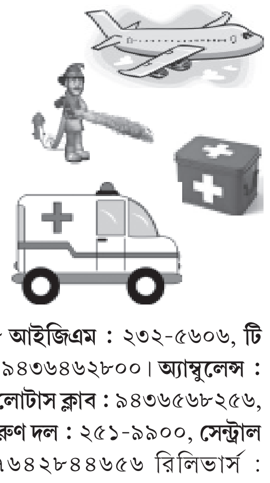

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

# কুমারঘাটে আক্রান্ত বিজেপি যুবমোর্চার নেতা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** দশমীর রাতে রাস্তায় হামলার শিকার বিজেপির যুব মোর্চার কর্মী অশোক দাস।ঘটনা শক্রবার রাত প্রায় দুটো নাগাদ কুমারঘাটের বিদ্যুৎসাহী ক্লাব সংলগ্ন রাস্তায়।

কুমারঘাট এ হামলা চালানো হলো বিজেপির যুব কর্মী অশোক দাস এর উপর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ঘটনায় গুরুতর আহত হয় যুবকর্মী অশোক দাস।অভিযোগ এদিন রাতে গাড়ী নিয়ে স্থানীয় ক্লাবের সামনে দিয়ে যাবার সময় অশোকের পথ আটকায় এলাকারই রাজেশ দাস নামে এক যুবক।যে আবার রাজ্যের কোনো এক সংস্কার পন্থী বিধায়কেরও ঘনিষ্ঠ বলে সুত্রের খবর।পরে কোনো কারন ছাড়াই তাকে মারধোর শুরু করে রাজেশ দাস। ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার শরীরে আঘাত করে বলে অভিযোগ প্রত্যক্ষদর্শী থেকে অশোক দাসের ভাই সহ তার পরিবারের লোকেদের।পরে তাকে আহত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় কুমারঘাট মহকুমা হাসপাতালে।খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে যান যুবকর্মীরা।সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা করে তার অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে রাতেই স্থানান্তরিত করা হয় কৈলাশহর জেলা হাসপাতালে।রাজনৈতিক প্রতিহিংসা জনিত কারনেই এই ঘটনা বলে দাবি আক্রান্তের পরিবারের লোকেদের।ঘটনার সময় আক্রমনকারী মদমত্ত ছিলো বলে অভিযোগ।পরে অভিযোগ পেয়ে পুলিশ আটক করে রাজেশ দাসকে।পুলিশের তরফে রাজেশকে মেডিকেল চেকআপ করাতে হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেও রাজেশ হাসপাতালের কিছু সরঞ্জাম নষ্ট করে বলে অভিযোগ।ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকায়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

# প্রকাশিত হল দৈনালী শারদ ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ অক্টোবর।।** একটি প্রাণবন্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ হয়ে গেল দৈনালী শারদ ম্যাগাজিনের দ্বিতীয় সংখ্যা।১৪ অক্টোবর মহানবমীর দুপুরে বিলোনীয়ার অগ্নিবীণা অডিটোরিয়ামে তার মোড়ক উন্মোচন করেন উন্মোচক বিশিষ্ট লোকগবেষক অশোকানন্দ রায়বর্ধন , দায়রা আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি আশীষ পাল , দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক জগদীশ নমঃ, কবি খোকন সাহা সহ অতিথিরা। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক মিঠু মল্লিক। প্রখ্যাত শিল্পী হরিপ্রসাদ মজুমদারের উদ্বোধনী সংগীত "মাতলো রে ভুবন..." মাতিয়ে দেয় সবাইকে।তারাপ্রসাদ বনিক ও বিনতা বৈদ্যর শ্রুতিমধুর সংগীত এবং শিশুশিল্পী রাজশ্রী দাস ও প্রীতম দাসের নৃত্য সমগ্র অনুষ্ঠানের গরিমা বাড়ায়।

এদিনের অনুষ্ঠানে অতিথিদের বক্তব্যে উঠে আসে বর্তমান সামাজিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সৃষ্টিশীল কর্মকাণ্ডের গুরুত্বের কথা। তারা নতুন প্রজন্মকে আরো বেশী পরিমাণে সৃজনশীল কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানান। এদিনের অনুষ্ঠানে এ ছাড়াও আলোচনা করেন প্রাবন্ধিক হরিনারায়ণ সেনগুপ্ত, কবি চন্দন পাল , কবি বিপ্লব চৌধুরী, কবি রাজীব পাল। কবিতা পাঠ করেন তারাপ্রসাদ বনিক, অজয় বৈদ্য, অনুপ দেবনাথ, মাধুরী সরকার, গোপাল বনিক দে, সুস্মিতা মহাজন,সুজন দেবনাথ ও অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি সাচীরাম মানিক।

# বিলোনীয়ায় পূজা দেখলেন কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতীমা ভৌমিক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ অক্টোবর।।** মহাষ্টমীর সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় বিলোনিয়া পূজা পরিক্রমা আসেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। শহরের প্রবেশদ্বার নদীর উত্তর পাড়ে ইয়ুথ ক্লাব এন্ড প্লে সেন্টার প্রতিমা দর্শন দিয়ে বিলোনিয়ার পূজা পরিক্রমা শুরু করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, এরপর একে একে ওরিয়েন্টেল ক্লাব , বিলোনিয়া কালীবাড়ি ,এবং বিলোনিয়া মন্ডল অফিসে দলিয় কর্মীদের সাথে দেখা করেন, এরপর বিলোনিয়া ত্রিপুরা বাজারে পূজা মন্ডপে বস্ত্রদান কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন।বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিক্রমা করেন পরিক্রমা শেষে বিলোনিয়া যোগমায়া কালীবাড়িতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন পুজোর সময়ে যুবকরা যাতে সর্তকতা অবলম্বন করে বাইক ও গাড়ি চালায় বিশেষ করে মোটরসাইকেল চালানোর সময় হেলমেট যাতে অবশ্যই ব্যবহার করে তার আহবান করেন। উনার সফরসঙ্গী ছিলেন মন্ডল মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্য, দক্ষিণ জেলা সহ-সভাপতি বিভীষণ দাস, সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

# গান্ধীগ্রামে গৃহবধূকে নির্যাতন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** গান্ধীগ্রাম এলাকায় এক গৃহবধূকে শারীরিক মানসিক নির্যাতনের পাশাপাশি মারধরের অভিযোগ স্বামীসহ শ্বশুরবাড়ি লোকজনদের বিরুদ্ধে অবশেষে ওই গৃহবধূ অতিষ্ঠ হয়ে বিষপান করে গুরুতর আহত হন পরে তার বাপের বাড়ির লোকজন তার খবর পেয়ে ওই গৃহবধূকে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য কিন্তু শুক্রবার গভীররাতে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে ওই গৃহবধূ শনিবার তার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গৃহবধূর বাবা স্বামীসহ চারজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করবে বলে জানান মৃত গৃহবধূর নাম রিপন সরকার স্বামী বিশ্বজিৎ সরকার বাড়ি গান্ধীগ্রাম এলাকায়

# শ্রীশ্রীমনমহানামব্রত ব্রহ্মচারী জীর ২৩ তম মহাপ্রয়ান স্মরনোৎসব

**আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীশ্রী মনমহানামব্রত ব্রহ্মচারী জীর ২৩ তম মহাপ্রয়ান স্মরনোৎসব। পালন করা হয়েছে আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে গত ১৪ অক্টোবর। ওইদিন মহানবমী তিথিতে সকাল সাড়ে নয়টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে মহানামব্রত ব্রহ্মচারী জীর "সূচক কীর্তন "। দুপুর ১২টায় ভোগআরতী কীর্তন এবং দুপুর ১টা প্রসাদ বিতরণ।অনুষ্ঠানে ভক্তদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যনীয়।

# টাকা

● **আটের পাতার পর**

উদ্ধার হয় টাকা কাউন্টিং এর একটি মেশিন সহ পাঁচটি এন্ড্রয়েড মোবাইল, ব্যাংকের পাস বই,চেক ও এটিএম কার্ড। এদিকে বাগবাসা আউট পোস্টের ইনচার্জ রতন রবিদাস জানান, গোপন সূত্রের ভিত্তিতে যৌথভাবে পুলিশ ও বিএসএফের এই নেশা বিরোধী অভিযান। অভিযানে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার সহ নগদ অর্থ ও অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করলেও মাদক ব্যবসায়ী রাজন নাথ ওরফে বাপ্পু পুলিশের অভিযানের আন্দাজ করতে পেরে পালিয়ে যায়। তবে বাগবাসা আউটপোস্টর পুলিশ এনডিপিস অ্যাক্ট একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে। খুব শীঘ্রই পুলিশ মাদক ব্যবসায়ী রাজন নাথ ওরফে বাপ্পুকে জালে তুলতে সক্ষম হবে বলে জানান ইনচার্জ রতন রবিদাস।

# নাগরিক

● **প্রথম পাতার পর**

মহম্মদ রেজান হোসেন (৩৯) এবং মহম্মদ নজরুল ইসলাম (৩১)। পুলিশ তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় অবস্থানরত আরও বাংলাদেশি নাগরিকের তথ্য সংগ্রহ করছে।

# চাঞ্চল্য

● **প্রথম পাতার পর**

পাওয়া যায়নি স্থানীয় লোকেদের ধারণা শুক্রবার দশমির রাতে এই স্থানে এনে যুবকটিকে খুন করা হয়।মৃতদেহ থেকে অল্প দূরত্বে রক্তের দাগ ও বিয়ারের বোতল পাওয়া যায় তাছাড়া মৃত যুবকের মাথার পেছনে রয়েছে আঘাতের চিহ্ন,জানালেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ডঃ কমল বিকাশ মজুমদার।পূজোর মরশুমে এরকম ভাবে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনাতে গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্যের পরিবেশ।

# আহত ৩

● **প্রথম পাতার পর**

ইট বোঝাই করে কোনাবন যোগীরাম পাড়া অতিক্রম করার সময় একটি টার্নিং পয়েন্টে ট্রাক গাড়ি স্টিয়ারিং লক হয়ে যায়। ফলে ইটবোঝাই লরিটি উল্টে গিয়ে একটি পুকুরের মধ্যে পড়ে। সঙ্গে ছিল ইটভাটার শ্রমিক চারজন এবং গাড়ির ড্রাইভার। একজন শ্রমিক ইটের নিচে চাপা পড়ে যায়। অন্যরা অল্পবিস্তর আহত হয়। পরবর্তী সময়ে ইটের নিচ থেকে শ্রমিককে তুলে জিবিপি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শনিবার প্রায় দুপুর ২ টা নাগাদ খবর আসে ওই শ্রমিক জিবিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। শ্রমিকের বাড়ি বিহার প্রদেশ কিন্তু নাম জানা যায়নি। এইদিকে যেই ইট বুঝাই গাড়িটি পুকুরের মধ্যে পড়ে গাড়ি থেকে ডিজেল মবিল বাহির হয় পুকুরের মধ্যে থাকা প্রায় এক লক্ষ টাকার মাছ ধ্বংসের পথে। পুকুরের মালিক ননী দেববর্মা জানায় সারাদিন অতিক্রান্ত হল গাড়িটিকে পুকুর থেকে তোলার ব্যবস্থা করেনি। ফলে ওনার পুকুরের মাছ ধীরে ধীরে পচন ধরতে থাকে। তা নিয়ে এলএনবি বাটার শ্রমিকদের মধ্যে এক প্রকার চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

# প্রণয়ের

● **প্রথম পাতার পর**

ফাঁসি লাগিয়ে আত্মহত্যা এক নাবালিকার।নিজ বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে এসে সকলের অজান্তে গোয়াল ঘরের গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁসিতে আত্মহত্যা এক নাবালিকার। মৃত নাবালিকার নাম স্বপ্না গোয়ালা(১৭)।ঘটনা কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রামে।কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেলে মৃতার পরিবারের লোকজন ময়নাতদন্ত না করে মৃতদেহ নিয়ে যেতে চাইলে মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেয় পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উনকোটি জেলার কৈলাশহর জগন্নাথপুর এলাকার রামসিং গোয়ালার দ্বিতীয় কন্যা স্বপ্না গোয়ালা কদমতলা থানাধীন সরলা গ্রামের দুই নং ওয়ার্ডের বড় বোনের বাড়িতে বেড়াতে আসে। কিন্তু আজ বোনের বাড়ির সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের গোয়ালা ঘরে রশি দিয়ে ফাঁসি দেয় স্বপ্না।বাড়ির লোকজন এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে পেরে গোয়াল ঘরের তীরে দড়ি দিয়ে ফাঁসি লাগানো অবস্থা থেকে নামিয়ে স্বপ্না গোয়ালাকে কদমতলা সামাজিক হাসপাতালে নিয়ে আসেন।হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক হিরক দেবনাথ স্বপ্না গোয়ালাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে কদমতলা থানার পুলিশ। যদিও মৃতার পরিবারের তরফ থেকে জানানো হয় তারা কোন ধরনের ময়নাতদন্ত করবেন না। পুলিশ এবং চিকিৎসক অনুমতি দিলে উনারা স্বপ্না গোয়ালার মৃতদেহকে নিয়ে যান।তবে একটি তরতাজা নাবালিকার এভাবে ফাঁসি লেগে আত্মহত্যার ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।তবে কি কারনে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল স্বপ্না গোয়ালা তা ধোঁয়াশার মাঝেই রয়ে গেল।

রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা অসুস্থ। আগরতলায় একটি বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এবং মন্ত্রী রামপ্রসাদ পাল।

# ক্রীড়া

## অকাল-মৃত্যু, প্রয়াত সৌরাষ্ট্রের রঞ্জিজয়ী ক্রিকেটার অবি বরোট

রাজকোট, ১৬ অক্টোবর (হি.স.): অকালেই প্রয়াত হলেন সৌরাষ্ট্রের রঞ্জিজয়ী ক্রিক্রেটার অবি বরোট। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ২৯ বছর বয়সেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। গত বছর মার্চ মাসে প্রথম বারের জন্য রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল সৌরাষ্ট্র। সেই দলের উইকেটকিপার-ওপেনার ছিলেন অবি বরোট। শুক্রবার মৃত্যু হয়েছে অবির।সৌরাষ্ট্র ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বিবৃতিতে জানিয়েছে, 'সৌরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার অবি বরোটের অকাল প্রয়াণে সংস্থার সবাই মর্মাহত। শুক্রবার সন্ধায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হয়েছেন এই ক্রিকেটার।' ২০১৯-২০ মরসুমে সৌরাষ্ট্রের রঞ্জি জয়ের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল অবির। বাংলার বিরুদ্ধে ফাইনালে ওপেন করতে নেমে প্রথম ইনিংসে ৫৪ এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৯ রান করেছিলেন। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ৩৮টি ম্যাচে ১৫৪৭ রান রয়েছে তাঁর। ঘরোয়া একদিনের ক্রিকেটে ৩৮টি ম্যাচে ১০৩০ রান করেছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ২০টি ম্যাচে তাঁর রান ৭১৭।

## টি২০ বিশ্বকাপের আগে বাড়তি উচ্ছ্বসিত অধিনায়ক কোহলী, কেন ?

আইপিএল শেষ হতেই টি২০ বিশ্বকাপের দিকে নজর দিলেন বিরাট কোহলী। ভারতীয় দলকে টি২০ ক্রিকেটে শেষ বার নেতৃত্ব দেবেন তিনি। পাশে পাবেন মেন্টর মহেন্দ্র সিংহ ধোনিকে। এটাই দলকে উদ্বুদ্ধ করবে বলে মত কোহলীর।সাংবাদিক বৈঠকে কোহলী বলেন, "নেতৃত্বের দায়িত্বে থাকলে দলটাকেই পাল্টে দেয় ধোনি। এই পরিবেশে ওকে দলে পেয়ে আমি উচ্ছ্বসিত। দলের মনোবল বাড়িয়ে দেবে ও। ধোনির উপদেশ আমাদের শিখতে সাহায্য করবে। প্রচুর অভিজ্ঞতা ওর। ভারতীয় দলে ফিরতে পেরে ধোনি নিজেও খুব উচ্ছ্বসিত।"ধোনিকে নিয়ে তবু আফসোস থেকে যাচ্ছে সুনীল গাওস্করেরটি২০ বিশ্বকাপে ভারতীয় বোর্ড ধোনিকে মেন্টরের দায়িত্ব দিলেও কোহলীর মতে তিনি সব সময়ই দলের মেন্টর ছিলেন। কোহলী বলেন, "ধোনি সব সময়ই আমাদের কাছে মেন্টর। আমরা যখন কেরিয়ার শুরু করছি, তখন ও খেলছে। এ বার ওর নতুন কেরিয়ার, আমরা খেলছি। ধোনির বিপুল অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে তরুণ ক্রিকেটারদের জন্য এটা দারুণ সুযোগ।"আইপিএল-এ প্রথম পর্বের শেষে সাত নম্বরে ছিল কেকেআর। সেখান থেকে উঠে এসে প্লে-অফে জায়গা করে নেয় তারা। পৌঁছে যায় ফাইনালেও। ধোনি বলেন, "চেন্নাই সম্পর্কে বলার আগে কলকাতাকে নিয়ে বলা উচিত। ওরা যেটা করেছে সেটা অভাবনীয়। এ বারের আইপিএল জয়ের দাবিদার কেউ যদি হয় সেটা কলকাতা। কোচ, ক্রিকেটার এবং সাপোর্ট স্টাফদের বিরাট কৃতিত্ব। মাঝখানের ফাঁকটা ওদের বেশ কাজে লেগেছে।"

২ রানের মাথায় দু'প্লেসির স্টাম্পিং ফসকানো, কলকাতার খলনায়ক কার্তিকই ?চতুর্থ বার আইপিএল জিতল চেন্নাই। প্রতি বারই তাদের অধিনায়ক ছিলেন ধোনি। শুক্রবার টি২০ ক্রিকেটে ৩০০তম ম্যাচে নেতৃত্ব দিতে নেমে বিরাট সাফল্য পেলেন তিনি। তবু বিপক্ষকে সম্মান জানাতে ভোলেননি ধোনি।

## দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে সালগাওকরকে হারাল এসসি ইস্টবেঙ্গল

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : দ্বিতীয় প্রস্তুতি ম্যাচে সালগাওকরের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতল এসসি ইস্টবেঙ্গল। গোয়ার ডন বস্কো মাঠে শনিবার সকালে প্রস্তুতি ম্যাচে জিতল এসসি ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার ভাস্কো স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়েছিল তারা।ম্যাচের ছয় মিনিটেই পেনাল্টি থেকে গোল করেন লাল-হলুদ মিডফিল্ডার আমির দেরভিসেভিচ। পেনাল্টি আদায় করেন আরেক বিদেশি টমিস্লাভ মার্সেলো। সালগাওকরের বিরুদ্ধে দুই বিদেশিকে মাঠে নামান ম্যানুয়েল দিয়াজ।
দ্বিতীয়ার্ধে আমিরের জায়গায় নেমে ব্যবধান বাড়ান সৌরভ দাস। নামার তিন মিনিটের মধ্যে গোল করেন সৌরভ। ৬৫ মিনিটে প্রায় একক দক্ষতায় গোল করেন তিনি। বেশ কিছু সুযোগ তৈরি করেছিলেন হীরা মন্ডল, আঙ্গুসানারা। তবে ব্যবধান আর বাড়েনি।

## সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি নেপাল

মলদ্বীপ, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : আজ শনিবার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেপালের বিরুদ্ধে নামছে ভারত। ঘোর অনিশ্চয়তা কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত সাফের ফাইনালে পৌঁছেছেন সুনীল ছেত্রীরা। চ্যাম্পিয়ন হতে এখন মাত্র একধাপ দূরে দাঁড়িয়ে তারা। সেই লক্ষ্যে নেপালের টিম গেমই খানিকটা ভাবাচ্ছে ঈগর স্টিমাচের দলকে।
এবারের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে নেপালের বিরুদ্ধেই প্রথম ম্যাচে জিতেছিল ভারত। যদিও সেই গোল এসেছিল একদম শেষ মুহূর্তে। সুনীল ছেত্রীর গোলেই জিতেছিল ভারত। সেই জয় আত্মবিশ্বাস যোগালেও, অতি আত্মবিশ্বাসী হতে নারাজ সুনীল ছেত্রী। ১৩ বারের মধ্যে ১২বার ভারত এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে।একমাত্র ২০০৩ সালে ভারত ফাইনালে উঠতে পারেনি। হয়েছিল তৃতীয়। ২০১৯ থেকে ভারতীয় দলের দায়িত্বে আছেন ইগর স্টিমাচ। অথচ এখনও ভারতের ঘরে কোনও ট্রফি ঢোকাতে পারেননি। জিরি পেসেক, স্টিফেন কনস্ট্যানটাইনের পরে স্টিমাচ হবেন তৃতীয় বিদেশি কোচ যাঁর হাত ধরে ভারতে আসতে চলেছে সাফ ট্রফি।এবারের প্রতিযোগিতায় নেপালের ডিফেন্স এবং আক্রম সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। চ্যাম্পিয়ন হতে গেলে নেপালের এই দুই জায়গা আটকানো ছাড়া কোনও উপায় নেই ভারতের সামনে। সেই মতো নীল নক্সাও হয়ত তৈরি করছেন ঈগর স্টিমাচ। এদিনের ম্যাচে আবার খেলতে পারবেন না শুভাশিস বোস। শেষ দুই ম্যাচে রক্ষণে দুরন্ত পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন তিনি। এটুকু বাদ দিলে ফাইনালের মঞ্চে দলে পরিবর্তনের কোনও ইঙ্গিত নেই। এই ম্যাচেও নেপালের রক্ষণ ভাঙতে সুনীল এবং মনবীরই প্রধান অস্ত্র স্টিমাচের। আর সেইসঙ্গে ফেভারিটের তকমা থাকলেও, সতীর্থদের বারবার সাবধান করে দিচ্ছেন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রী। শনিবার ম্যাচ শেষে কার মুখে ফোটে শেষ হাসি, সেটাই এখন দেখার।

**WALK-IN INTERVIEW**

Applications from eligible candidates are invited to attend a Walk-in Interview for one (01) post of Programme Assistant/ Field Assivities of Vegetable in NEH Region" in the Department of Horticulture, College of Agriculture, Tripura to be held on 29th October, 2021 at 11:00 AM at College of Agriculture, Tripura.

| Essential eligibility criteria | Desirable qualification | Emoluments |
|---|---|---|
| B.Sc. in Agriculture/ Horticulture /any Bio-science Stream. | i) One year experience in any project related to Agricultural Science. | Rs. 15000/- (Fixed) |

**Terms and Conditions :-**
1. Maximum age" limit for is 37 years. Relaxation for women, SC, ST & OBC candidates as per Govt. norms.
2. No TA/DA and official accommodation will be provided for appearing in the interview.
3. The offer is purely contractual, initially for six months and is extendable subject to annual review and is co-terminus with the completion of the project with no provision of regular appointment.
4. No Earned Leave/ MedicalAave is admissible.
5. If the candidate does not petform duties of the project as desired by the authority/PI, the undersigned has the right to terminate the candidate without any explanatio.
6. The candidate should bring all the relevant certificate, mark sheet, expperience certificate, publications etc. in original for verification.
7. Candidate may be sent- their bio-data to at least 4 days prior to date of interview via email (tridip4u2@gmail.com).
8. only selectel candidates will call for interview.
8. The Principal, College of Agriculture, Tripura reserves the right to cancel/postpone/reject the interview without any reason thereof.

Sd/-T.K. Maity
Principal
College of Agriculture, Tripura
Lembucherra, West Tripura.
ICA/D/1067/21

## ২ রানের মাথায় দু'প্লেসির স্টাম্পিং ফসকানো, কলকাতার খলনায়ক কার্তিকই ?

চতুর্থ বার আইপিএল জিতল চেন্নাই সুপার কিংস। ম্যাচের সেরা ফ্যাফ দু'প্লেসি। ৫৯ বলে ৮৬ রান করেন তিনি। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন অধিনায়ক শুরুতেই আউট হতে পারতেন। দীনেশ কার্তিক তাঁর স্টাম্পিং ফসকান। শুরুর সেই ভুলের খেসারৎ দিল কলকাতা নাইট রাইডার্স।
টস জিতে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন অইন মর্গ্যান। তৃতীয় ওভারে বল করছিলেন শাকিব আল হাসান। তাঁর প্রথম বলেই কার্তিক সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন স্টাম্প করার। কিন্তু বল ধরতেই পারেননি কার্তিক। নাইটদের উইকেটরক্ষক হেলায় সুযোগ হারান। তখন দু'প্লেসি মাত্র ২ রানে উইকেটে। ফাইনালের মঞ্চে জীবন ফিরে পাওয়া দু'প্লেসি যদিও ভুল করেননি। ৮৬ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলে দলকে ১৯২ রানে পৌঁছে দেন চেন্নাই ওপেনার। তবে কলকাতার ইনিংসের সময় মহেন্দ্র সিংহ ধোনিও একটি ক্যাচ ফেলেন। বেঙ্কটেশ আয়ারের ক্যাচ ফেলেছিলেন চেন্নাই অধিনায়ক। ৩২ বলে ৫০ রান করেন বেঙ্কটেশ। যদিও দলকে জেতাতে পারেননি তিনি।
রণবীর সিংহের ভূমিকায় কপিল দেব! টুইট করলেন সেই ভিডিয়ো
ব্যাট করতে নেমে ৭ বলে ৯ রান করে ফিরে যান কার্তিক। ফাইনালে ব্যাট হাতেও ব্যর্থ হন কেকেআর-এর প্রাক্তন অধিনায়ক। তৃতীয় বার আইপিএল জেতার সুযোগ হারায় কলকাতা।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO : 26/EE/DWS-I/2021-22.

Separate sealed tenders are invited for Construction of 150 mm X 100 mm dia SBDTW in the complex of Govt. quarter Type-I near GB TOP, 79-Tilla.

Laste date of Receipt of Application :- 08-11-2021

| Sl.No. | DNIT NO. | Estimated Cost | Earnest Money |
|---|---|---|---|
| 1 | 53/EE/DWS-I/ 2021-22 | Rs. 2,77,211.00 | Rs. 2,772.00 |

Other details of NIT as well as terms and conditions of the tender can be seen in the office of the undersigned during office hours on any working day.

(For and on behalf of Governor of Tripura)
Sd/-(N.P. Chakrabarti)
Executive Engineer
DWS Division Agartala-I
Agartala, Tripura (W).
ICA-C-2452-21

**NOTICE INVITING E-TENDER**

Directorate of Skill Development, Government of Tripura invites E-tender through the Tripura Tenders Portal (http://tripuratenders.gov.in) for the Selection of Training Providers to conduct Short Term Skill Development Training under Border Area Development Programme (BADP) scheme in West Tripura & Dhalai District for the financial year 2021-22.
Details of the terms & conditions of the 'Notice inviting E-tender are available in the website -http://tripuratenders.gov.in. Last date of submission of E-Tender addressed to the Director, Directorate of Skill Development will be on 31/10/2021 upto 4:00 PM.
Bid (s) shall be opened through online by respective Bid openers on 02/11/2021.
All future corrigendum. if any will be published in due course only in the aforesaid website.

Sd/-
The Director
Skill Development
Government of Tripura.
ICA-C-2442-21

## থমাস কাপে শেষ আটেই আটকে গেল ভারতের পুরুষরা

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : জাতীয় দলের মেয়েরা উবের কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নিয়েছিলেন। এবার পুরুষদের থমাস কাপে সেই কোয়ার্টার ফাইনালে হেরেই বিদায় নিতে হল ভারতকে। ব্যাডমিন্টন দল ডেনমার্কের কাছে ১-৩ ম্যাচে হেরে গেল। শেষ আটেই শেষ হয়ে গেল দৌড়।
ভারতীয় দলের একটি ম্যাচেই জয় মিলল। তা ডবলসে। সেই চিরাগ শেট্টি-সাত্বিকসাইরাজ জুটি জয় পেল। বাকি সকলে হার মেনে নিল। ফলে ১১ বছর পর থমাস কাপের শেষ আটে পৌঁছে লাভ কিছুই হল না। ভারতের সেরা সিঙ্গলস প্লেয়ার কিদাম্বি শ্রীকান্ত ওয়ার্ল নম্বর দুই আর অলিম্পিক্স চ্যাম্পিয়ন ভিক্টর অক্সেলসেনের কাছে মাত্র ৩৮ মিনিটের লড়াইয়ে হেরে যান (১২-২১, ১৩-২১)।
বরং ভারতের পয়লা নম্বর ডবলস জুটি শেট্টি আর রানকিরেড্ডি দ্বিতীয় ম্যাচটি জিতে লড়াইয়ে ফিরিয়ে আনেন। তাঁরা হারান বিপক্ষের কিম অস্ট্রুপ --- অ্যান্ডারস রসমুসেনকে। ২১-১৫ পয়েন্টে প্রথম সেট জেতার পর ডেনমার্ক জুটি ১৭-২১ পয়েন্টে পরের সেটটি ছিনিয়ে নেন। এক ঘন্টা ১২ মিনিটের এই লড়াইয়ে শেষ হাসি হাসেন ভারতীয় জুটি। শেষ সেট আর ম্যাচ জিতে নেয় ভারত ২১-১৮ পয়েন্টে।

SNIT NO :- 06/NIT/EE-KLP/PWD(DWS)/2021-22 date :- 11/10/2021 for mtc of existing pipe line works, mtc of rewinding damaged/burnt motor works, Repairing & mtc of electrical and mechanical works, Lowering and lifting submersible pump and motor, Construction of spot sources etc under DWS Division Kalyanpur, PWD :-

| Sl No. | DNIT NO. | Estimate Cost | Earnest Money |
|---|---|---|---|
| 1) | DNIT NO. 38/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,81,128.00 | Rs. 4811.00 |
| 2) | DNIT NO. 39/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,81,128.00 | Rs. 4811.00 |
| 3) | DNIT NO. 40/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,81,128.00 | Rs. 4811.00 |
| 4) | DNIT NO. 41/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,89,238.00 | Rs. 2892.00 |
| 5) | DNIT NO. 42/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,89,238.00 | Rs. 2892.00 |
| 6) | DNIT NO. 43/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,89,238.00 | Rs. 2892.00 |
| 7) | DNIT NO. 44/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,76,526.00 | Rs. 2765.00 |
| 8) | DNIT NO. 45/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 3,68,710.00 | Rs. 3687.00 |
| 9) | DNIT NO. 46/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 3,68,710.00 | Rs. 3687.00 |
| 10) | DNIT NO. 47/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,81,128.00 | Rs. 4811.00 |
| 11) | DNIT NO. 48/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,36,751.00 | Rs. 4768.00 |
| 12) | DNIT NO. 49/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,36,751.00 | Rs. 4768.00 |
| 13) | DNIT NO. 50/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 4,36,751.00 | Rs. 4768.00 |
| 14) | DNIT NO. 51/EE-KLP/PWD(DWS)/2020-21 | Rs. 2,89,238.00 | Rs. 2892.00 |

Last date and time for receipt of application for issue of tender form 25/10/2021 Other necessary detailed information can be seen and will be sold in the DINS Division office of Kalyanpur & Agartala -I in office hours.

Sd/-(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Engineer
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura
ICA-C-2446-2021-21

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023


## সিঁদুর খেলা

বিজয়া দশমীতে মহিলাদের সিঁদুর খেলা। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

# বাংলাদেশে দূর্গা পূজা মন্ডপে হামলা, মূর্তি ভাঙচুর হাই কমিশনারের কাছ থেকে খোঁজ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** বাঙালির সর্ববৃহত উতব দূর্গা পূজায় বাংলাদেশে অনভিপ্রেত ঘটনা নিন্দিত হয়েছে সর্বত্র। বাংলাদেশের মাটিতে দূর্গা পূজা হামলা, মা দুর্গার মূর্তি ভাঙচুরের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ওই ঘটনার খবর শুনে তিনি ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামীর সাথে কথা বলেছেন। পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন। খবরে প্রকাশ, গত কয়েকদিনে বাংলাদেশে একাধিক দূর্গা পূজা মন্ডপে হামলা হয়েছে। দুস্কৃতিকারীরা দূর্গা মূর্তি ভাংচুর করেছে। সবচেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে কুমিল্লায়। সেখানে দূর্গা পূজার মন্ডপে কুরান দেখে ইসলামী দুস্কৃতিকারীরা পূজা মন্ডপে হামলা করেছে।

ঘটনা সম্পর্কে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাই কমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। ত্রিপুরার তিন দিক দিয়েই বাংলাদেশ সীমান্তে ঘেরা। তাছাড়া, বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার আত্মিক সম্পর্ক রয়েছে। দূর্গা মন্ডপে ওই ঘটনা মুখ্যমন্ত্রীকে বিচলিত করেছে। তিনি সার্বিক পরিস্থিতি, আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা এবং বাংলাদেশে হিন্দুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে খোজখবর নিয়েছেন। সূত্রের দাবি, হিন্দুদের সুরক্ষায় কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সে-বিষয়েও খোজ নিয়েছেন তিনি। হাই কমিশনার বিক্রম দুরাইস্বামী ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি সমস্ত পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন বলেও মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেছেন।

সাথে তিনি যোগ করেন, বাংলাদেশে হাই কমিশন কার্যালয়ের সমস্ত আধিকারিকগণ বিভিন্ন এলাকায় দূর্গা পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন। তাতে, দূর্গা পূজা মন্ডপে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। পরিস্থিতি মোকাবিলা সম্ভব হয়েছে। তিনি জানান, বাংলাদেশ সরকার সমস্ত রকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। প্রসঙ্গত, বাংলাদেশের মাটিতে দূর্গা পূজা মন্ডপে হামলায় ভারতে মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলেছে। পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ওই ঘটনায় তদন্তের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন। তৃনমূল নেতা কুণাল ঘোষও বাংলাদেশে দূর্গা পূজা মন্ডপে হামলার ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন।

# কল্যাণপুরে প্রতিমা নিরঞ্জন শেষে ফেরার পথে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গুরুতর আহত চারজন

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৬ অক্টোবর।।** প্রতিমা নিরঞ্জন শেষে ফেরার পথে আচমকা দুই গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে গুরুতর আহত হয় মোট ৪ জন। ঘটনা কল্যাণপুর থানাধীন উত্তর কমল নগর এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ শনিবার রাত আনুমানিক ৮ টা নাগাদ কল্যাণপুর থানাধীন উত্তর কমলনগরের বীণাপাণি ক্লাবের যুবরা মিলে বীণাপাণি ক্লাবের প্রতিমা নিরঞ্জন করতে যায়।

কিন্তু প্রতিমা নিরঞ্জন শেষে বাড়ি ফেরার পথেই আচমকা বীণাপাণি ক্লাবের যুব কর্মীদের উপর ধারালো দা ও লাঠি দিয়ে বর্বরোচিত ভাবে আক্রমণ চালানো হয়। নিমেষের মধ্যেই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বাঁধে। এই বর্বরোচিত ঘটনায় গুরুতর আহত হয় তপন বিশ্বাস, তাপস দাস, বিষ্ণু দাস, আনন্দ রুদ্র পাল মোট ৪ জনের। সঙ্গে সঙ্গে তাদের উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় কল্যাণপুর হাসপাতলে। কিন্তু তপন বিশ্বাস এবং তাপস দাসের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণপুর হাসপাতালের চিকিৎসক তাদের দু''জনকে ১০২ অ্যাম্বুলেন্স সহযোগে রাজধানীর রেফারেল জিবি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করে দেয়। যদিও উক্ত ঘটনায় গোটা কল্যাণপুর এলাকায় এখনও পর্যন্ত উত্তেজনা ও চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এইদিকে গুরুতর আহত ৪ জন যুবকের মূলতঃ অভিযোগ দা আর লাঠি দিয়েই প্রথমে গাড়ির চালকের উপর আক্রমণ করে।

এরপর একে একে তাঁদের উপর বর্বরোচিতভাবে আক্রমণ চালিয়েছে সঞ্জয় মজুমদার ওরফে মদন এবং পূর্ণ চন্দ্র মজুমদার ও সজল মজুমদার নামে ৩ জন ব্যক্তি। যদিও গোটা এলাকায় এখনও পর্যন্ত জারি রয়েছে বিশাল পুলিশ ওটছট্ট বাহিনী। যদিও খবর লেখা পর্যন্ত এখনো পর্যন্ত কল্যাণপুর থানায় উক্ত ঘটনার জের ধরে কোনরকম মামলা দায়ের করা হয় নি। এইদিকে আবার একটা সূত্র মারফত জানা গেছে সামান্যতম টাকার আদান-প্রদানকে কেন্দ্র করেই মূলতঃ আজকের এই ঘটনার সূত্রপাত। খবর লিখা অব্দি কল্যাণপুর থানায় কোনো মামলা হয়নি বলে জানা যায়।

# সর্ব ধর্ম সমন্বয়ে বিজয়া দশমী উদযাপন মুখ্যমন্ত্রীর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৬ অক্টোবর।।** সর্ব ধর্মের সমন্বয়ে বিজয়া দশমীর আনন্দ ভাগ করে নিয়েছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই প্রথম ত্রিপুরায় সকল ধর্মের ধর্মগুরুদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে বিজয়া দশমী উদযাপিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবই প্রথমবারের মতো হিন্দু, মুসলীম, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান, জৈন ধর্মাবলম্বীর প্রতিনিধি সহ ধর্মগুরুদের সাথে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। নানাহ বিষয় নিয়ে তাঁদের সাথে আলোচনা করেছেন, তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত হয়েছেন এবং সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।

বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগিনি বিকে কবিতার সঙ্গে দেখা করে তাঁর সাথে শুভ বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকনগরের পক্ষ থেকে স্বামী শুভঙ্করানন্দজী মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন ও বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। অভয়নগরের বেনুবন বিহার থেকে ত্রিপুরা রাজ্য ভিক্ষু সঙ্ঘের এক প্রতিনিধি দল মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে।

ত্রিপুরা বাপ্টিস্ট খ্রীষ্টান ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক রানতুয়া সাংমা, ত্রিপুরা কেথলিক চার্চ-র ফাদার অগিপাল বিজয়া দশমীতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং তাঁদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাও করেছেন। গেদু মিয়া মসজিদের প্রধান মহম্মদ আব্দুল রহমান বিজয়া দশমীতে মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন এবং তাঁদের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উতব নানা জাতির মেলবন্ধনের সেতু হিসেবে পরিচিত। উতসবেই আমরা একে অপরের আরও কাছে আসার সুযোগ পেয়ে থাকি এবং বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের ভাবনাকে আরও জাগিয়ে তুলতে সহায়তা করে।

আগরতলাস্থিত মহাবীর জৈন মন্দিরের প্রতিনিধি কনক জৈন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে বিজয়া দশমী উপলক্ষ্যে দেখা করেন এবং শুভেচ্ছা জানান। শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের সম্পাদক নিরঞ্জন ঘোষ, স্বামী ধনঞ্জয় দাস ও কাঠিয়াবাবা মিশনের সম্পাদক ড় সুজিত রায়, ইসকনের প্রতিনিধি প্রেমসাগর প্রভু সিরডি সাইবাবা সেবা মন্দির ট্রাস্ট-র সম্পাদক পিএসএন রাজু, বনমালীপুর রামঠাকুর সেবামন্দিরের সম্পাদক স্বপন কুমার বণিক এবং শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সৎসঙ্গ বিহারের শ্রী নিশীথ রঞ্জন ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে বিজয়ার শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের সাথে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

# বিলোনীয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তর বেহাল অবস্থায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৬ অক্টোবর।।** বিলোনিয়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তর কোনমতে চলছে। পুরানো আমলের ইঞ্জিনের গাড়ি গুলো দিয়ে কোনমতে চালাতে হচ্ছে দপ্তরের কাজ। উর্দতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন ধরনের হেলদোল নেই বলেও অভিযোগ রয়েছে। যার ফলে দপ্তরের কর্মিদের সাথে বিভিন্ন সময়ে জনগনের মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। গত কয়েক দিন ধরে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের ছোট গাড়ি বিকল হয়ে পড়ে আছে, তাই শারদ উৎসবের দিনগুলিতে বড় গাড়ি দিয়ে জনগণের পরিষেবা দিতে দপ্তরের কর্মীদের প্রচন্ড বেগ পেতে হয়েছে। ফলে ছোট বড় যান দুর্ঘটনা বা কোন ইমার্জেন্সি কল আসলে ছুটতে হচ্ছে বড় ইঞ্জিনের গাড়ি নিয়ে। এছাড়া বড় ইঞ্জিনের একটি গাড়িও একপ্রকার বিকলের মতো অবস্থা। বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক বিভাগে কর্মীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু তাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে প্রচেষ্ঠা আছে কিন্তু দায়িত্ব কর্তব্য পালনে অনেক সময় ব্যর্থ হতে হচ্ছে বিকল হওয়া গাড়ি গুলো দিয়ে পরিষেবা দিতে।

জনসাধারণের দাবি

পুরানো গাড়ি গুলো সরিয়ে অত্যাধুনিক মানের ফায়ারের কাজে ব্যাবহিত বড় ইঞ্জিনের গাড়ি ও ছোট গাড়ি ব্যাবস্থা করে বিলোনিয়া অগ্নিনির্বাপক দপ্তরকে পরিকাঠামো গত ভাবে সাজিয়ে তোলার জন্য দাবি উঠছে বিলোনিয়া বাসীর কাছ থেকে। গত কয়েকদিন আগে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরের মন্ত্রী রামপ্রসাদ পালএসে ঘুরে গেলেন। এই দপ্তর মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর। এই দপ্তর যদি অবহেলিত হয়ে থাকলে, দুর্ঘটনা গ্রস্ত লোকদের সাহায্য করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

# কৈলাসহরে দুইজনের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৬ অক্টোবর।।** আজ সকাল ১০ টায় কৈলাশহর আরজিএম হাসপাতালে কোয়ার্টারের পিছনে এক মহিলার মৃতদেহ পাওয়া যায়। প্রথম হাসপাতালের কোয়ার্টারে কর্মচারী দেখতে পান। প্রথমে যে মহিলা দেখেন তার নাম সুতপা ভট্টাচার্য।তার পর পাশের কোয়াটারের ডাক্তার হিরন দাস কে বলেন। হিরন দাস থানায় খবর দিলে ঘটনাস্থলে ডগ স্কোয়াড নিয়ে আসেন কৈলাশহর থানার ওসি পার্থ মণ্ডা।

কৈলাশহর মহকুমা পুলিশ অফিসার চন্দন সাহা, ডিএসপি সোমা আক্তার, মহিলা থানার ওসি রিঙ্কি দাস। বিরাট পুলিশ বাহিনী আসে মৃতদেহ উদ্ধার করা জন্য প্রক্রিয়া চালান। মহিলার মৃতদেহ ছিল উলঙ্গ ছিল। মৃতার নাম আতিওরা।বালা ছিল হাতে মহিলার। অনেক মানুষ জড়ো হয়।।ছড়িয়ে পড়ে এই আবাসিক এলাকায় আতঙ্ক। এই সময় এ ধরনের ঘটনা মাএ পুজা শেষ। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এলাকার। আসলে মহিলার বয়স কত বোঝা যায়নাই। উলঙ্গ দেখে অনেকেই মনে করেছিল ধর্ষণ করে ড্রেইনে ফেলে পালিয়ে গিয়েছে। এদিকে, মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় চঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, কৈলাসহরের পূর্ব গোবিন্দপুরের বাসিন্দা পরিমল শব্দকর (২১) নামে এক যুবক বাবার উপর রাগ করে নিজ ঘরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে।

# কদমতলা ডাকঘরে চুরি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ অক্টোবর।।** দূর্গা পূজোর ছুটির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উত্তর জেলার কদমতলা সাব পোষ্ট অফিসে হানা দিল চোরের দল। কদমতলা পোষ্ট অফিসে চোরের দল হানা দিয়ে টাকা পয়সা চুরি করতে না পারলেও পোষ্ট অফিসের লকার ও অনেক গুরুত্বপূর্ন কাগজ পত্র নষ্ট করে যায় চোরের দল।কদমতলা সাব পোষ্ট অফিসের সাব পোষ্টমাষ্টার শংকর লাল রায় জানান,নবমী ও দশমীতে পোষ্ট অফিস ছিল পূজোর বন্ধ।পূজোর বন্ধ কাটিয়ে শনিবার সকালে তারা পোষ্ট অফিসের দরজার তালা খুলে দেখেন অফিসের সব কিছু এলোমেল হয়ে পড়ে রয়েছে।সাব পোষ্টমাষ্টার জানান,অফিসের পেছনের জানালার গ্রিল ভেঙ্গে চোরের দল অফিসে ঢুকে।পোষ্ট অফিসের টাকা রাখার লকারটিও চোরের দল ভেঙ্গে ফেলে। কিন্তু লকারে কোন টাকা ছিল না। লকারে টাকা না পেয়ে চোরের দল অফিসের গুরুত্ব পূর্ন কাগজ পত্র নষ্ট করে চলে যায়।কদমতলা সাব পোষ্ট অফিসে চুরির ঘটনার খবর দেওয়া হয় কদমতলা থানাতে। চুরির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কদমতলা থানার পুলিশ ছুটে এসে তদন্ত শুরু করে।তবে কদমতলা সাব পোষ্ট অফিসের গ্রিলের জানালা ভেঙ্গে চুড়ির ঘটনাতে স্বাভাবিক ভাবেই কদমতলা থানার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।সাথে গোটা কদমতলা এলাকাতে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

# নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য উদ্ধার ব্রাউন সুগার সহ নগদ টাকা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৬ অক্টোবর।।** বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ নেশা বিরোধী অভিযান। শুক্রবার গভীর রাতে বাগবাসা গ্রামের রাজন নাথ ওরফে বাপ্পুর বাড়িতে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার।সাথে উদ্ধার নগদ অর্থ সহ টাকা কাউন্টিং এর মেশিন, এটিএম কার্ড, পাসবুক ও চেক।তবে মাদক ব্যবসায়ী রাজনকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।বাগবাসা আউট পোস্টের পুলিশ একটি এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে দিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার বাগবাসা আউট পোস্টের অধীন বাগবাসা গ্রামের তিন নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রাজন নাথ ওরফে বাপ্পু দীর্ঘদিন যাবত মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ছিল।পুলিশের কাছে সেই খবরটি থাকলেও এতদিন তথ্য-প্রমাণের কারণে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেনি পুলিশ। অবশেষে দশমীর রাতে মাদক ব্যবসায়ী রাজন নাথ ওরফে পাপ্পুর বাড়িতে অভিযান চালায় বাগবাসা আউট পোষ্টের পুলিশ ও বিএসএফের একটি দল। তবে পুলিশের এই অভিযানের আঁচ করতে পেরে মাদক ব্যবসায়ী রাজন নাথ বাড়ি থেকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী রাজনের বাড়ি থেকে লক্ষাধিক টাকার ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ ও বিএসএফ।সাথে উদ্ধার হয় এক লক্ষ এগারো হাজার দুইশ নব্বই টাকা।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিজয়া সম্মেলন

আগামী ১৮ই অক্টোবর'২১ সোমবার আগরতলা বনমালীপুরস্থিত শ্রীশ্রী মহানাম অঙ্গনে শুভ বিজয়া সম্মেলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে নিখিল ত্রিপুরা মহানাম সেবক সংঘের পক্ষ থেকে সমস্ত বন্ধু ভক্তগনকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। সময় সন্ধ্যা ৫ ঘটিকা। উক্ত অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে যারা সংগীত, আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা সোমবার সকাল ১০টার মধ্যে আশ্রমে যোগাযোগ করে নাম নথিভুক্ত করান।

যোগাযোগ ফোন নং এ৯৬১২৬০৯০০৬ /৯৪৩৬১২১৪৬০

জয় জগদ্বন্ধু
সুদীপ কুমার রায়
সম্পাদক
নি, ত্রি, মহানাম সেবক সংঘ।

# ডেঙ্গুতে আক্রান্ত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, জানাল এইমস

নয়াদিল্লি, ১৬ অক্টোবর (হি.স) : কয়েকদিন আগেই জ্বর-দুর্বলতা নিয়ে দিল্লির এইমস-এ ভর্তি হয়েছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। শনিবার এইমস-র আধিকারিকরা তাঁর মেডিক্যাল বুলেটিনে জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। ৮৯ বছরের কংগ্রেস নেতাকে গত বুধবার সন্ধেয় জ্বর-দুর্বলতার জন্য ভর্তি করা হয় এইমস-এ। শনিবার হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এক আধিকারিক জানান, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডেঙ্গুতে আক্রান্ত। প্রথমে প্লেটলেট কমে যায় তাঁর শরীরে। পরে সেটা বাড়ছে, এখন তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে ধীরে ধীরে। হাসপাতালের কার্ডিও-নিউরো সেন্টারের একটি প্রাইভেট ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন মনমোহন। ডা. নীতীশ নায়েকের তত্বাবধানে কার্ডিওলজিস্টদের একটি টিমের অধীনে চিকিতসা হচ্ছে মনমোহনের।

শারদোৎসব উপলক্ষে আগরতলায় মৌচাক ক্লাবে বস্ত্র বিতরণী অনুষ্ঠানে জনৈকা বৃদ্ধার সাথে কথা বলে খোঁজ খবর নেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি নিজস্ব।

# তেইশ বছরের এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা বিলোনিয়া হাসপাতাল চত্বর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৬ অক্টোবর।।** তেইশ বছরের এক যুবকের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা বিলোনিয়া হাসপাতাল চত্বর। মৃতঃ যুবকের পরিবার সহ আত্মীয় স্বজনের অভিযোগ বিলোনিয়া হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপঙ্কর দের চিকিৎসার গাফিলতির কারণে মৃত্যু হয়েছে যুবকের। মৃত যুবকের নাম সৌরজিত শীল শর্মা। বাড়ি ঋষ্যমুখ ব্লকের জয়কাত পুর এলাকায়। খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসে দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জগদীশ চন্দ্র নমঃ , বিলোনিয়া মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক বিমল কলই সহ পুলিশ ও টিএস আর বাহিনী।

দশমীর সাত সকালে দুর্ঘটনা গ্রস্ত যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় সাময়িক উত্তেজনা হওয়ার পাশাপাশি কান্নার আওয়াজ হাসপাতাল চত্বরে শোকার্ত পরিবার ও পরিজনদের। কর্তব্যরত চিকিৎসক দীপঙ্কর দের চিকিৎসার গাফিলতির বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়ে, মৃত যুবকের পরিবার পরিজনরা। তাদের দাবি এই চিকিৎসক কে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হোক এবং ঘটনার তদন্ত ক্রমে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক যাতে এমন একটি দৃষ্টান্ত থাকে কোন রোগী চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যু না হয়। হাসপাতালে জনগণের ক্ষোভের মুখে চিকিৎসক দীপঙ্কর দে বাথ রুমে গিয়ে ঢুকে নিজেকে আত্মরক্ষা করার জন্য। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বাথ রুম থেকে চিকিৎসক দীপঙ্কর দেকে বিলোনিয়া থানাতে নিয়ে আসে। মৃত যুবক সৌরজিত শীল শর্মার পরিবারের পক্ষ থেকে ডাক্তার দীপঙ্কর দের বিরুদ্ধে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিলোনিয়া থানায় মামলা করা হয়। শারদীয়া দুর্গাপুজো দেখার জন্য বিলোনিয়াতে আসে সৌরজিত শীল শর্মা সহ তার কিছু বন্ধু। কিন্তু পূজো দেখতে এসে বাড়িতে আর ফেরা হলো না সৌরজিত। পথ দুর্ঘটনায় অকালে ঝরে গেল সৌরজিত। দুর্ঘটনাটি ঘটে নবমীর রাত দুইটা নাগাদ বিলোনিয়া আর্যকলোনি এলাকায়। পায়ে হেঁটে দুর্গা পূজা দেখতে যাওয়ার পথে দ্রুত গতিতে আসা একটি বাইক সজোরে ধাক্কা মারে সৌরজিতকে। এর ফলে বাইক চালক অভিজিৎ সাহা ওরফে কালু সহ সৌরজিত আহত হয়। প্রত্যক্ষ দর্শীদের মতে বাইক চালক অভিজিৎ সাহা ওরফে কালু মদমত্ত অবস্থায় দ্রুত গতিতে বাইক চালানোর ফলে এই দূর্ঘটনা। সাথে সাথে দূর্ঘটনা গ্রস্ত আহতদের নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া হাসপাতালে। সেই সময় হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ছিল দীপঙ্কর দে। বাইক চালক অভিজিৎ সাহা ওরফে কালুকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে রেফার করলেও , গুরুতর আহত সৌরজিতকে রেফার করেনি চিকিৎসক দীপঙ্কর দে। দুর্ঘটনা গ্রস্ত সৌরজিত মাথার যন্ত্রনা নিয়ে ছটফট করতে থাকার পরেও কোন পাত্তা দেয়নি চিকিৎসক দীপঙ্কর দে। পরিবারের লোকেরা রেফারের জন্য অনুরোধ করার পরেও কোন কথাই শুনেনি চিকিৎসক। গুরুতর আহত হওয়ার পরেও ভর্তি রাখতে চায়নি সৌরজিতকে। চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ সুরজিৎ মাথার যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকলেও বারবার ডাক্তারের কাছে ছুটে গিয়ে বলার পরেও ডাক্তারবাবু সুরজিৎ এর পরিবারকে বলে দেয় কিছুই হবে না সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা ডাক্তার না আমি ডাক্তার। অবশেষে আজ ভোরে চিকিৎসকের গাফিলতিতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সুরজিৎ শীল শর্মা। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই তার মা-বাবা সহ আত্মীয়-স্বজনরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।